



ছহি বড় জঙ্গে শাহমাদার

ও বড় পীরের লুকোচুরি খেল

ছায়াদ আলি খোন্দকার মরহুম সাহেব—প্রণীত

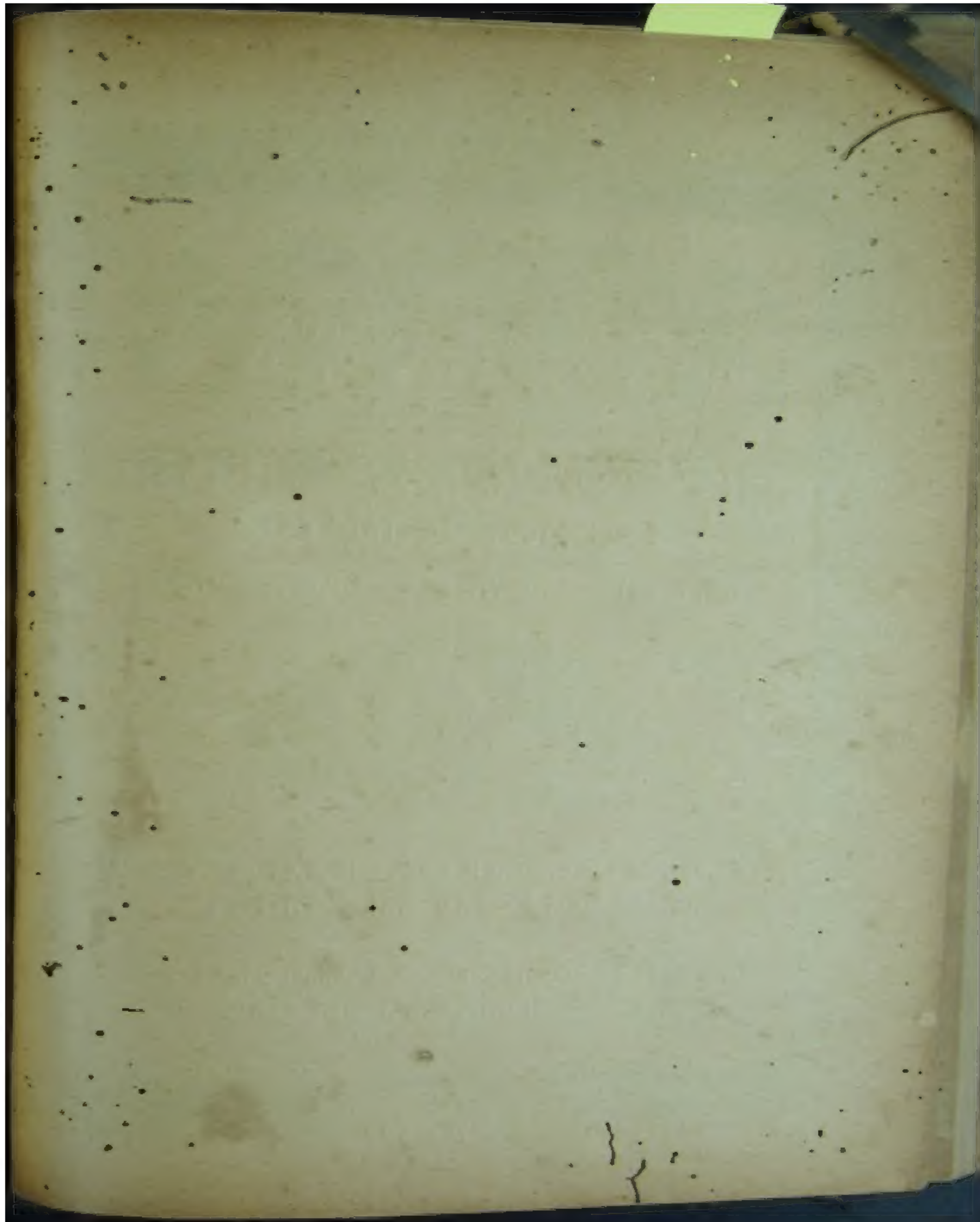
মুদ্রিত
১২.১২.৪৭



কলিকাতা—১১ নং মেহুয়াবাজার ট্রাট, ওসমানিয়া লাইব্রেরী হইতে
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা ১০ বি. পাটওয়ারবাগান লেন, ওসমানিয়া মেসিন প্রেসে
মোহাম্মদ কোরবান আলী দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩০৪ সাল।



* আল্লাহো আকবর *

* এনাহি ভরসা *

জঙ্গ শাহ মাদার

পহেলা আউজো বিল্লা খোদার কলাম ॥ মোহাম্মদ মস্তফা নবি
আলায় হেচ্ছালাম * মোহাম্মদ নবি বিনে নাহিকো ভরসা ॥
সংসার অসার জানো সকল নৈরাসা * নূর মোহাম্মদ নবি সৃজন
করিয়া ॥ পয়গম্বর দিন এছলাম দিল প্রকাশিয়া * পয়গম্বর এক
লাখ চব্বিশ হাজার ॥ তার বিচে মোহাম্মদ সবার ছরদার * আপ-
নার নুরে তারে করিলেক পাক ॥ যার সানে লোলা কালমা খালকা
তোল আফলাক * ফেরেস্তু সকলে যারে নোঙাইল ছির ॥
ছুরে এয়াছিনেতে আছে তারিফ জাহির * আগেকার কেতার
যত মনছুখ করিল ॥ ফোরকান সবার পর বাহাল রাখিল * খোদার
দোস্ত মোহাম্মদ সকলের সার ॥ গোনাগার উম্মত লোগে
করিবেন উদ্ধার * খোদায় করিম যবে হইবেন কাজি ॥ উদ্ধা-
রিতে গোনাগারে নবি হবেন রাজি * খোদার হুকুমে নবি দিন
পয়গম্বর ॥ দোজখের গোনাগারে করিবেন উদ্ধার * খালাছ
করিয়া নবি বেহেস্তু মাঝারে ॥ খোসালিত রাখিবেন সকলের
তরে * বহুত আরামে রবে উম্মত রছুল ॥ খোদার দরগায় তারা
হবেন মকবুল * ছর পরি ফেরেস্তু গণে হাজের রহিবে ॥ সারা
বন তছরা নবী আপে পেলাইবে * ছুরত নদীর বান ওজুদে
বহিবে ॥ রজ্জ মেওজাত খাইতে পাইবে * কদিমী মাকাম সেই
হইবে সবার ॥ হামেসা রহিবে তাতে করিয়া গোলজার * আখে
রের কাম করো ভাবো নিরাঞ্জন ॥ পাপ কাম ছেড়ে দিয়া ধর্মে
দেহ মন * ভজন সাধন যত আপন কারণ ॥ নবি ভেবে চলো

সবে নিকট মরণ * আবুবকর উম্মর ওছমান সের নর ॥ হাজর
ছালাম করি সবার উপর * পঞ্চমে ছালাম যে মা-বরকত জননী ॥
সপ্তমে ছালাম এমাম ভাই দুই জানি * আর তাঁর আল আওলাদ
পরেতে ছালাম ॥ হামদ নাথ এই তক করিনু তামাম * অধোন ছায়া
দিত আলির ভরসা মাযুদ ॥ দুনিয়া হইতে বা-ইমানেরাখি ও সাবুদ *

* গান *

আউওলে ছালাম রবে ছোবহান ॥ দুয়েমে ছালাম নবিজিকে *
ছিয়েমে ছালাম আলি পাহালওয়ান ॥ চাহরমে ছালাম ফাতেমাকে *
পঞ্চমে ছালাম দোন ভাই এমাম ॥ সপ্তমে ছালাম কারবালাকে *
সপ্তমে ছালাম ছিদ্দিক ওছমান ॥ অষ্টমে ছালাম ওম্মর ফারুককে *

* মাদারের পয়দাস নায়া *

মাদার কিরুপে হৈল শোন মন দিয়া ॥ রেছালা দেখিয়া আমি
লিখি প্রকাশিয়া * শোন সবে মাদারের পয়দাসের বয়ান ॥ কিরুপে
জাহের হৈল মাদার দেওয়ান * পহেলাতে লিখি আমি তরজমা
কোরান ॥ সেই রূপ লিখি আমি করিয়া ধিয়ান * সেই আয়েতের
মানে শোন বেরাদার ॥ হারুত মারুত ছিল নাম দুজনার * এই
দুই ফেরেস্তু ছিল আল্লার পিয়ারা ॥ যত কিছু ভেদ কথা
ভালা আর বুঝা * এই দুই ফেরেস্তু মিলী দরগায় আল্লার ॥
মোনাজাত করে দোন হৈয়া যারে যার * দুনিয়াতে আদম আসি
কিরুপে গোজরান ॥ কিরুপে মিলন হয় না জানি সন্ধান *
মিলনেতে আওরত মরদ লজ্জত কি পায় ॥ বড়ই খাহেস আছে
আমা দু-জনায় * আল্লা তালা কহে তবে দোন ফেরে
স্তায় ॥ আক্কেল নাহিক আছে তোমা দু জনায় * থাক
হৈতে আদম পয়দা জানিবে নফছানি ॥ তোমরা ফেরেস্তু
হও সকল নুরানি * একাম ফেরেস্তু হৈতে না হয় কোথায়
ফেরেস্তু হইয়া কেন পাড়বে গোনায়ে * না শুনিল মানাহি দুই
ফেরেস্তু আল্লার ॥ আরজ করিল দোন হয়ে বেকারার * খোদা বলে
ফেরেস্তু তোরা কি কাম করিলি ॥ গোনায়ে পাড়িয়া তোরা দুকুল
হারালি * ফরমান হইল দোন ফেরেস্তুার পরে ॥ আছমান হৈতে
নিচে যাও জমিন উপরে * ফেরেস্তু হইয়া আল্লার কথা না
মানিয়া ॥ গজবে পাড়িল দেখ ফেরেস্তু হইয়া * তখনি ফেরেস্তু

দৌন আছমান হইতে ॥ উতরিয় আইল যান জমিন বিচেতে *
 হারত হইল মরদ মারত আওরত ॥ দুই জনা জরু খছম হৈল
 খুব ছুরত * আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদায় ॥ সেই
 রূপ বেভার করেন দুজনায় * মারত হামেল হৈল হুকুম আল্লার
 আব মনি পেটে যায় করেন চীৎকার * কি হৈল পেটের মাঝে
 জলিয়া উঠিল ॥ হায় দুই জনা কান্দতে লাগিল * হামেল হইল তখন
 হুকুম আল্লার ॥ গড়াগড়ি দুই জনা কান্দে যারে যার * মানা না
 শুনিয়া মোরা খারাব হইল ॥ আমাদের কবে ভালাই আর না দেখিল
 খারাব হইল মোরা আপনার দোষেতে ॥ দোজখে পড়িয়া মোদের
 হইল জলিতে * কি করিতে কি হইল পেটের মাঝার ॥ না জানি
 পেটেতে হৈল মুস্কিল আফার * ফেরেস্তা হইয়া মোরা কি
 কাজ করিল ॥ খোদার কহরে মোরা না জেনে পড়িল * আল্লাতাল্লা
 আমাদের বাবে করনা নিস্তার ॥ তোমা ছাড়া উদ্ধারিতে কেহ নাহি
 আর * বড় গোনাগারে উদ্ধার করিলে ॥ যে জন ডেকেছে তোমায়
 পড়িয়া মস্কলে * বিপদের কাণ্ডারী তুমি ওহে গুণধাম ॥ তোমার
 মহিমা আছে তারন কর্তা নাম * রাখ যার সব পার তোমার এজ্জ-
 যার ॥ দোজাহানের কর্তা তুমি মালেক মোজার * বিস্তর কান্দিল
 দোন ধুলায় পড়িয়া ॥ কি গতি হইবে মোদের না দেখি ভাবিয়া *
 এমন কান্দিল দোন ফেরেস্তা হইয়া ॥ চক্ষের পানিতে তাদের
 বহিলো দরিয়া * রোজ কেয়ামত তাদের হক্কতে হইল ॥
 কি গোনা করিয়া তাদের কি দশা হইল * আল্লাতাল্লা বলিল
 তবে দোন ফেরেস্তায় ॥ কান্দিলে কি হবে আর না দেখি উপায় *
 আদমের হেছাব যখন হাসরে হইবে ॥ সেই সাথেতে হেছাব
 তোমাদের হবে * যে গোনা করেছে তোমরা মাফ নাহি তার ॥
 কালে রাহতে হবে দোজখ মাঝার * ফরজন্দ আদমের সাথে
 হেছাব লইবে ॥ কেয়ামতের গরমী আজাব সহিতে হইবে *
 ফেরেস্তা কান্দিয়া বলে দরগায় আল্লার ॥ দুনিয়াতে সাজা দিয়া
 করনা নিস্তার * কেয়ামতে রুছয়া মোদের না করিবে আর ॥
 দুনিয়াতে আরজ করি করনা উদ্ধার * দোছরা ফেরে-
 স্তারে হুকুম হইল এমত ॥ বান্দ দোন ফেরেস্তারে করিয়া মজবুত
 মগরবের ওজ্জ হুকুম হৈল ফেরেস্তায় ॥ আচ্ছা করে থাক

কসে মজবুতে দোহায় * তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পড়িলে ॥
সেই ওক্রে বাকিব সে রসি দিয়া গলে * মজবুত করিয়া জিজির
হাতে পায়ে দিবে ॥ দুইজনা একসাতে মডনা করিবে * বাকি-
বার হুকুম যবে হইল আল্লার ॥ সেই ওক্রে লাডকা পয়দা
হইল তাহার * আল্লার কোদরত দেখো কে বুঝিতে পারে
দুজনা দেখিয়া লাডকা ভেবে মরে ডরে * গাছের তলায় তারে
ধুলায় ফেলিয়া ॥ আছমান তরফে যায় গায়েব হইয়া * লাডকা
রহিল তথা ধুলায় পড়িয়া ॥ গায়েব হইল দোন লাডকায় ছাড়িয়া *
এই তক এই খান ফেরেস্তার কথা ॥ মাদারের পয়দাস নামা লিখি
লাম যথা * ফেরেস্তার আওলাদ হয় মাদার দেওন ॥ বরহক
জানিবে সবে করিয়া ধিয়ান * বাকি . কেছা মাদারের আহওয়াল
বয়ান ॥ শোন সবে নেক নাম লাগাইয়া কান * আমি বান্দা গোনা
গার ছায়াদত আলি নাম ॥ কেবল ভরসা রাখি আল্লা নবির নাম *
দিন হৌনের আরজ এই সকলের জোনাবে ॥ কিছু দোও সবে
আমারে করিবে * সকলের বাবে আল্লা করুক ভালাই ॥ তার পাছে
যেরা তরে যা করেন সাই * আকবতে সকলেরে আল্লা সাফাদিবে ॥
কালে ২ সকলেতে সুখেতে থাকিবে *

* ত্রিপদী *

লাডকা ফেলিয়া হায়, দোন ফেরেস্তা পালায়, অবলা ছাওয়াল
পড়ে রয় ॥ ধুলায় পড়িয়া থাকে, কেহ নাহি দেখে তাকে, বাজবরন
সিচ্ছের তলায় * বাজে রওয়ায়েতে কয়, মাদার গাছতলারয়, তাতে
নাম হইল মাদার * এমন ছুরত গায়, দিয়াছিলেন আল্লা
তায়, যেন শশী উদয় হইল * আফতাব মাহতাব তারা, জোহরা
ছেতারা ছাড়া, দেখিলে সরমিন্দা হয়ে রয় ॥ হুর পরি ফেরেস্তা
ছারা, সরমিন্দা হইল তারা, কি কহিব রূপের পরিচয় * মালে
কোল মোক্তার সার, দিল রূপ আপনার, সে রূপের কি দিব তুলনা
কিবা পুরুষ কিবা নারী, দেখিলে রহিতে নারি, অপরূপ যেন কাঁচা
সোনা * ধুলায় পড়িয়া রয়, মাটি নাহি লাগে গায়, মাছিনাহি বসে
গায়ে তার ॥ কিড়া ও পতঙ্গ যত, সের নর আর কত, আর ২ যত
জানবার * ঝলমল করে অঙ্গ, দেখে তার রঙ্গ গঙ্গ, ছুরতের জো-
তার আসে যায় ॥ সেরূপ বাহার তার, দেখে জান না বাচে আর,

এমনি ছুরত দিলেন খোদায়*সামাদানে সামাজলে, দীপক রয়েছে
 জলে, মানিক কাঞ্চন ধুলায় ॥ ছুরতের জোতে-তার, আছমান জমিন
 আর, চোদা ভুবন রৌসনি পৌছায়* ছরপরি সরমিন্দাহয়, কিদিব
 তুলনা তায়, জঙ্ঘল উজালা করি রয় ॥ একেলা ছাওল জাতি, নাহি
 কেহ আছে সাথী, শশী যেন রয়েছে ধুলায়*মা-বাপ ওরেছ তার,
 নাহি কেহ আছে আর, সোন কিছু আগামীখবর ॥ এমনসমায় তার,
 আলি করিতে শিকার, রওনা হইল রাহাপর* আলিসাহা জোরওর,
 হামেসা করিতে শিকার, সেইদিন ফজরে উঠিয়া ॥ বেছমিল্লা বলিয়া
 মুখে, ঘোড়ায় চড়িয়া মুখে, রওনা হইল সেফার লাগিয়া* জিনবন্দী
 করে ঘোড়া, পিন্দিয়া জামাজোড়া, চলিলেন সেকার লাগিয়া ॥ পহেলা
 যাইয়া দেখে, লাড়কা পড়িয়া মুখে, একেলা সে জমিনে পড়িয়া *
 বেছমেলা বলিয়া সাহা. উতরিল লাড়কা জাহা, মাদারের তলায়
 আসিয়া ॥ দেখিলেন ফরজন্দ পড়ি, দিতেছেন গড়াগড়ি, লালফুল
 রয়েছে লাগিয়া* কেহ নাহি সাথি তার, মাবাপ কেহ আর, কেহনাই
 ওরেছ তাহার ॥ সেই লাড়কাকে দেখিয়া, বাগখুসি হৈয়া, লাগা-
 ইয়া উপরে কলেজার* বেছমেলা বলিয়া মর্দ, দেলেতে পাইয়া দর্দ
 লিলেন তুলি ছাতি লাগাইয়া ॥ সেকারের আসাছাড়ি, ঘরে আসি
 দড়বড়ি, খুসিতে যেমহিত হইয়া* বিবীকাতেমার তরে, যাইয়া খবর
 করে, খোলবিবীঘরের দুওর ॥ সেকারেযেয়ে সেকার, মেলাইল নৈরা
 কার, এই লেও সেকার আমার * লাড়কা দিল বিবীর কোলে, বিবী
 পোছে কুতুহলে, কোথায় তুমি লাড়কা পাইলে ॥ শুনবিবীহাল তার
 করিতে যাই আমি সেকার, দেখি লাড়কা পড়িয়া জঙ্ঘলে* আর নাহি
 সেকার করি, আইলাম ঘরে ফিরি, দেখে লাড়কা খুসি হৈল মন ॥
 তুমি এই লাড়কারে পালন করিবে ঘরে, পিয়ার করিয়া করিবে
 পালন * দোন বেটা এমাম জানি, তিনকে একুই মানি, রাখিবেন
 নয়নের মাঝে ॥ আপন সেকম হইতে, বকসিলেন পাকজাতে, না
 পাবে এমন লাড়কাখুজে* বিবীতারে পালন করে, জান বরাবর তারে,
 রাখে তারে কলেজায় গাথিয়া ॥ দুভাই এমাম চাইয়া, অধিক পিয়ার
 কিয়া, পালন করে যতন করিয়া * নজর ছাড়া নাহি করে, যেন
 গলার হার তারে, রাখে লাড়কা ছাতির উপর ॥ আখের পুতলি
 যেন, অন্য নাহি জানে কোন, মহব্বত হইল বরাবর* হীন ছায়াদেত

আলি বলে, মুরসিদের পদ তলে, দয়া রেখ অধীনের পরে ॥ এইত
আরজ মেরা, মুকচুদ করহ পুরা, এই আসা তোমার হুজুরে *

* হজরত বড় পীর চাহেবের সঙ্গে মাদারের *

* লুকো চুরি খেলবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * মাদারের উম্মর বখন হৈল পাঁচ সাত ॥
সকল রাখালের সাথে ফেরে একসাত * সকলের সাথে গরু চরায়
ময়দানে ॥ গরু চরায়ে ফেরে যেখানে সেখানে * পির আলি সকলে
মিলিয়া একসাত ॥ জুড়লে ময়দানে ফেরে ছাড় লিয়া হাত * এক
দিন এক জনা कहিল এমতি ॥ সিরনি হইবে আজ আসিবে একসাত
মাদার कहিল ভাই সিরনি কিসের ॥ বোঝাইয়া कह যোনে নাহি
রাখ ফের * একথা শুনিয়া ফের করিল উত্তর ॥ বড় পিরের সিরনি হবে
জানহে সত্তর * একথা শুনিয়া মাদার ক্রোধ যুক্ত হৈয়া ॥ নাম
নাহি कह কেন কিসের লাগিয়া * মাদারে যে জগাব কৈল শুন
মন দিয়া ॥ তার নাম লিলে যাবে গর্দান কাটিয়া * এমত নামের
তাছির দিয়াছে খোদায় ॥ कहিতে না পারি আমি বলি নু নিশ্চয় *
এই কথা শুনিয়া মাদার कहিল তাহারে ॥ কোথায় সে বড় পির
দেখাও আমারে * তরস্ত যাইয়া তারে আনিল ডাকিয়া ॥ এই দেখ
বড় পির পৌছিল আসিয়া * कह বড় পির নাম লইলে তোমার ॥ গর
দান কাটিয়া যায় একি চমৎকার * হা ভাই আমার নাম যে জন
লইবে ॥ লেও মাত্রে নাম গর্দান জুদা যে হইবে * কি ভাই সকলের
বড় ছোট বুজি মোরা ॥ লইলে তোমার নাম জানে হয় সারা *
আচ্ছা ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়া ॥ আমরা তকরির করি একত্র
মিলিয়া * সত্ত একরার তুমি করো মোর সাথে ॥ হারিলে গর্দান
জুদা নাহি হবে তাতে * এই কথা আগে তুমি একরার করিবে ॥
আগে পিছে ছোট বড় মাঝে হইবে * একরার হইল দোন মজবুত
হইয়া ॥ কি কাম করিবে তুমি বল বোঝাইয়া * মাদার বলেন ভাই
লুকো চুরি খেল ॥ বোঝা যাবে এই বার হইলে কামেল * মাদার
কহেন ভাই ছেপাও যাইয়া ॥ পিছেতে যা হবে তাহা লইব বুঝিয়া
বড় পির কহে ফের ছেপাও মাদার ॥ বুঝিব তোমার ভেদ যত
সমাচার * দু জনেতে এই রূপে কথায় ॥ কতক্ষন এই রূপে
গোজারিয়া যায় * মাদার कहিলো তুমি সকলের বড়ো ॥

সকল কাজেতে দেখি আছ তুমি দড় * বড় পির আখেরেতে
 আছ হইয়া ॥ নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া * দরিয়াতে
 মাছের যে আগার ভিতরে ॥ কুমুয়ের ভিতরেতে ছেপায় জহরে *
 আপনার দেলে মাদার করেন ধিয়ান ॥ যাইয়া ধরিল তারে হয়ে
 আগমন * ছাপাইবার স্থান নাই শুন বড় পির ॥ নজরেতে কি
 প্রকারে হইলে হাছির * বড় পির শুনিয়া কথা সরমিন্দা হইয়া ॥
 হেট ছের করে মাথা কহে বোঝাইয়া * হারিনু তোমার কাছে
 কওল করিয়া ॥ তুমিতো ছেপাও ভাই শুন মন দিয়া * এ কথা
 শুনিয়া মাদার হাসিতে ॥ পোসিদা হইল তার দমের ভিতরেতে *
 দেখিল মাদারে যখন নজর করিয়া ॥ পুসিদা হইয়া গেল ছায়নে
 থাকিয়া * চুড়িতে ২ গেল আছ হইয়া ॥ পছিনা ছুটিল গায়ে নাপায়
 চুড়িয়া * আরস কোরস আর লওহ কলম ॥ পাহাড় জঙ্গল আদি
 তামাষি আলম * না পাইয়া অবশেষে কহিতে লাগিল ॥ হারিনু
 তোমার কাছে কোথায় আছে বল * মাদার কহিল তোমার দমের
 ভিতর ॥ তোমার দমেতে আছি না রাখ খবর * বড় পির কহে মাদার
 কেমনে বুসলে ॥ কিছুনা মালুম হৈল কেমনে ছেপালে * হাওয়াভরে
 ছেপাইনু নিশাস টানিতে ॥ হাওয়ার সামিলে আছি তোমার দমেতে
 আখেরে হারিনু আমি তোমার ছায়নে ॥ দম হৈতে বাহিরেতে
 আসিবে কেমনে * কোন যায়গা হইতে আমি বাহির হইব ॥ বোঝা-
 ইয়া বলো তুমি সেইরূপ ভাব * সকল যাগা যারি আছে আসিবার
 স্থান ॥ বাহার হইলে তুমি না পাবে সন্ধান * তবে আমি তোমার
 যে দমেতে থেচিয়া ॥ জাহের হইব আমি মস্তক ফুড়িয়া * আখেরে-
 রেতে মস্তক হৈতে থেচিয়া উঠিল ॥ আজ তক সেই যায়গা খালি
 যে রহিল * ছেরের মাক্তানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে ॥ দেখিবে
 খেয়াল করে বলিনু সকলে * লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তার
 মুকর করে সেখা সদা সর্বদায় * থেচিয়া উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু
 হৈতে ॥ দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে * দমেতে থেচিয়া
 মাদার দম মাদার হৈল ॥ কালে ২ সেই নাম যাহের রহিল * লুকো-
 চুরি খেলিয়া দম মাদার হয় ॥ এই এক নাম তার হইল দুনিয়ায় *
 লুকোচুরি খেলিয়া হারিল বড় পির ॥ গরদান কাটা মোকুফ হৈল
 যাহা ছিল স্থির * এখন হারিলে তুমি কিবা কাজ করা ॥ বলনা হৈ

বড় পির যতলব মাছেরা * বড় পির বলে মাদার যা হয় যতলব *
 যাহা কহিবে তুমি রাজি আছি সব * আচ্ছা ভাই এই তক হাঁছেল
 কালাম ॥ অগড়া মিটিয়া সিনী করছে তামাম * নাপাকিতে যে জন
 নাম লইবে তোমার ॥ গরদানের পসম এক কাটিবে তাহার * খাছে
 মির মাইনুদ্দিন আওলিয়া আল্লার ॥ একদম সও নামদিলেন পরওয়ার
 দুই জনার এই তক লুকোচুরি হৈল ॥ দুনিয়াতে আজ তক মাসুর
 রহিল * লাড়কারা আজ তক খেলেন লুকোচুরি ॥ লাড়কার
 মজলেছে ভাই আছেত মাসুরি * হিন ছায়াদ আলি বলে ভেবে
 পরওয়ার ॥ মাদারের জ্ঞানামা শুন আরবার *

* মাদারের জ্ঞানামা *

* পয়ার * লাড়কাই উম্মর মাদার খেলিতে আছিল ॥ আগামী
 কালাম কিছু লিখিতে হইল * বাহের দালানে মাদার খেলিতে
 খেলিতে ॥ মালেকল মওত যায় পাইল দেখিতে * উচা মোটা
 কদ তার দেখিয়া হয়রান ॥ পুছিতে লাগিল মাদার হয়ে আশু-
 যান * মাদার বলেন কহ কি নাম তোমার ॥ পাহাড় সমান
 দেখি ওজুদ আকার * মালেকল মওত বলে শুন সমাচার ॥ জান
 কবজ করি আমি হুকুমে আল্লার * জিব জন্তু যত আছে তামাম
 জাহানে ॥ সকলের জান কবজ করি যে নিদানে * এ কথা শুনিয়া
 মাদার পোছে ফের তারে ॥ কবজ করিয়া জান রাখ কোথাকারে *
 মালেকল মওত বলে শুনহে মাদার ॥ ভেদ কথা জানে কেবল পর-
 ওর দেগার * হুকুমের মত তার করি আমি কাজ ॥ কোথায় রাখেন
 লিয়া পাক বে নিয়াজ * একটি দরজ আছে তুবা নাম তার ॥
 প্রকাশিয়া বলি আমি শুনহে মাদার * যত পাতা তত নাম আছে ত
 বান্দার ॥ খসিয়া পড়িলে পাতা মউত তাহার * যে নামের
 পাতা তার পড়েত খসিয়া ॥ জান তার লিয়া যাই কবজ করিয়া *
 এ কথা শুনিয়া মাদার বলেন মালেকে ॥ জানের কিরূপ তুমি দেখি-
 য়াছ চোকে * মালেক বলেন মাদার শুনহে সন্ধান ॥ চক্ষে দেখি
 নাই আমি কিবা রূপ জান * ভেদ কথা যানে সব পাক ছোবহান
 নিশ্চয় করিয়া বলি মাদার দেওন * বিলম্ব না সহে আর হুকুম
 রবানি ॥ সেতারি যাইতে হবে শুন মোরবানি * মালেক বিদায়
 হৈল এতক বলিয়া ॥ সে দিনেতে সাহ মাদার দিলেন ছাড়িয়া *

জানেন। আমি তাহার ছায়ায় * তরল অস্থির হইয়া চাক পাই
বহে ॥ দোহা কবুল মোরে না বলিব তাহে * আলার ইচ্ছা
হৈল মালেকের তরে ॥ যাইয়া ছালাম বলা মানার দরবার
মালেক বলিল আলো মানার ছায়ায় ॥ কহুনা যাইব আমি মানার
স্থানে * একথা শুনিয়া আলো জীবিলে আকিয়া ॥ কহিল মানার
আগে যাহনা চলিয়া * ছালাম আমার কাছে মানার যাইয়া ॥
জানক লইল কাড়ি কিসের লাগিয়া * হুকুম হইল যখন জনাব
বারির ॥ উড়িল জীবিল তখন হইয়া অস্থির * মানার ছায়ায়
আমি ছালাম মালেক ॥ ওলেদেদার ছালাম কৈল মানার ছায়ায়
শুন শাহা মানার আমিস খোলা ॥ জান কেন কাড়িয়াই কিসের
দরকার * হাসিয়া কহেন মানার জীবিলে তনে ॥ তোমার কি
দক্ষ হৈল বলনা আমার ॥ লিয়েছি খোলা জান কবিলে খোলা
তুমি কেবা বলিবার বলহ আমার * তোমার সাত পাশা কিবা
শুনহা জীবিল ॥ কেন তুমি ঘটা ও দায় বাড়ান মুকলি ॥ যাও
তুমি তোমার সাত কিসের আলাপ ॥ লিয়েছি অস্তর জান
বুঝিবেন আপ * লাক ওব হইয়া জীবিল মনসে হইয়া ॥ তরত
আলার কাছে পৌছিল যাইয়া * আলো পাকজাত রহমান বেদনায়
মকলি বুঝিতে পার যত ভেদ রাহ * তোমার আমিস দিয়া
মানার কহিল ॥ জান কেন লইয়াছে তোমার বলি ॥ একথা
শুনিয়া মানার ভাসনা করিয়া ॥ কত মন ছল কৈল আমার
বরিয়া * আমি না যাইব আর মানার দবার ॥ বড়ই পাশার সে
নেখিল ছরাছর * এছরাফিলে আকিয়া কহিল তারপর ॥ মেনার
কাছে তুমি যাও তারপর * আমিস আমার লিবে মানার দেওয়ান
জান কেন লইয়াছে কিসের কারনে * এছরাফিল যাও তুমি
তরত করিয়া ॥ ছালাম আমিস দিয়া কহা বুঝাইয়া * তরত
যাইবে তুমি না করিব হেলা ॥ বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া
নিরালা * হুকুম হইল যখন জোনার বারির ॥ এছরাফিল উড়িয়া
মর্ত হইল হাজির * ছালাম মালেক কৈল মানার যাইয়া ॥
আলেকোম ছালাম তার প্রতি উত্তর দিয়া ॥ কহ কহ মানার তুমি
কিবা পরিচয় ॥ কোন জোবে জান তুমি কাড়িলে হেলা * ছালাম
আমিস দিল আপে করতার ॥ জান কেন লইলে তুমি বলি

হার হার * তরত করিয়া জান দেওনা আলার ॥ কি ক্ষমতি
 হেঁচু হুঁমি কহে মাদার * আলার গছর তুমি নাহি জান মনে
 কোন সাহসেতে আমি রাখিলে হে জানে * অলদি মোরে জান
 দেও গিয়া যাহ আমি ॥ কিছুমাত্র ওজর যেন নাহি কর হুঁমি *
 মাদার বলে এছাড়া কহিলে তাহার ॥ জান নাহি দিব আমি
 করনে তোমার ॥ লিয়েছি গোনার জান বুঝিবে যোনার
 কেনেত বাপ * তুমি কহায় * খোদাব দোহাই আমি বলি
 তোমারে ॥ নাহি দিব জান আমি কোনই প্রকারে * উত্তর
 অনিয়া কির গেল এছাড়া কহিল ॥ আলার কাছেতে যেয়ে হইল
 দাখিল ॥ কুন হুঁমি পাওফাত রহমান রহিম ॥ সকলি বুঝিত
 পদ আপনি কহিল * জান নাহি দিল মাদার বড়ই গাভার
 হুঁমি হুঁমি আমি সাহসেতে তাহার * এব তুমি যাহা করে
 মাদারের মনে ॥ আর নাহি বাদো আমি তাহার ছামনে *
 একথা সুনিয়া অনেক মেকাইলেন তরে ॥ শীঘ্র করে যাও তুমি
 মাদার হুঁমি * আসিস ছালাম তুমি দিবে যে তাহায় ॥ জানক
 লীয়া ॥ হুঁমি হুঁমি মাদার * মেকাইল গমন কৈল ছুকুম পাইয়া
 মাদারের ছামনেতে পৌছিল আসিয়া * ছালাম আলেক কৈলা
 কালেকান জামান ॥ আলাতলা কৈল আপে আসিস ছালাম
 জানক কহিলেন কেন কিসের খাতির ॥ অলত অনলে তুমি
 পতিলে শরীর * সুনিয়া আহান আছে যাহার কহে ॥ কেন
 তুমি ছালাম তরে তাহার নারাজ * একথা সুনিয়া মাদারগোষ
 কহিয়া ॥ আপ হেন ছলে উঠে তাহারে দেখিয়া * যাও যাও
 মেকাইল না সুনিব কথা ॥ তোমার কি ধার ধারি কাগ নাহি হে
 ছামনেতে নাহি কহো বলি তুমি তোমারে ॥ যাহার লিয়েছি জান
 দে বুঝিবে মোরে * তুমিহ চলিয়া যাও না সুনিব কথা ॥ কাটা
 যায় কন গিয়া কেন দেও বেয়া * একথা সুনিয়া তবে গেল
 মেকাইল ॥ আলার আরসে যেয়ে হইল দাখিল * এক দুই তিন
 চৌতে কেহো না হৈল চার ॥ সকলে ফিরিয়া আইল ছামনে আলার
 আফসোসের সুখিত কথা শোন দিয়া মন ॥ সুনিলে মুচ্ছিত হুঁমি
 দিলে গমন * এক লাক্ষা হৈতে দোছরা কাক তাহার ॥ আঠারো
 হাজার বছর ওড়ে পদার * নেহাত করিয়া অণু করিতে নারিবে

কেনন ওহন ছিল দুইজনে দেবিদর * ছাড়া নিম্ন প্রাঙ্গণ দুই
 ভাঙিতে ধরিয়া । কার সানাকর তাহা নিম্নক করিয়া * কেহই
 হৈতে চক্ষু দেখিয়া তাহার । ভাঙিলে তাহার দরজা না ফেল
 সোনার * এই চক্ষু অক্ষয়ন জানি দরজা । দুইজনে অসিতা
 বিতলি আকার * চারি দুই চারি ধার ছিল শু ময়ল । হঠাৎ
 দেখিলে ওহন না থাকে তাহাল * এমন ওহন কর মানস ধরিয়া
 এই আশ্রয়েতে কদম ধরল করিয়া * আশ্রয়ের দরজা
 আছাইল কান্দিয়া । আশ্রয় করিতে গেল কেহনর দৈব *
 সেটি ভরে ফেরেস্তা নাহি কহে কণা । কদম মোদের ভরে
 জোর করে যথা * এই ভরে ফেরেস্তা করিত হইয়া । বেশী
 নাহি কহে কদম ভরে উঠিয়া । ময়ল ফেরেস্তা গেল ভাঙিয়া
 করিল ॥ একেই সকলেতে বলাইয়া আসিল * আশ্রয়ে কেহ নাহি
 পারে মানাইতে ॥ আশ্রয় শুনি সবে ফেরেস্তা গেল ॥ তার
 পরে ভাবিয়া যে আপনি মোদের ॥ ইয়া যান কেহন * নাহিল
 তাকায় * সকলেতে বুঝাইল মানার ধরিয়া । কদম নাহি
 মনে আনতে রহিয়া * তাহার ফেরেস্তা করিল উদ্যম ।
 একমাইল একতাক মিলিয়া ভাঙ্গান * হঠাৎ তাহার পয়গম্বর
 মিস ॥ তত লুত মিলিয়া আর নারি হারি ॥ একেই হত পয়গম্বর
 আছিল ॥ সকলে ধরিয়া তারে দরজা নুতল * সকলে চরিত
 তাহার পয়গম্বর ॥ মানিল সকলেতে হঠাৎ নকল করিল সকলের
 কদম মানার দেওন ॥ কদম নাহি নিম্ন দানি হঠাৎ তাহার
 আছাড় হইয়া সবে ফিরিয়া আসিল ॥ আশ্রয় করিয়া কদম
 করিল * আগরা তারিয়া হঠাৎ দরজা দরজা ॥ দিয়া কদম
 নদি আশ্রয়ে মানাইতে * বরক ওয়া করিয়া তাহার দরজা ॥ গেল
 কদম শোন শোন আশ্রয়ন * হঠাৎ তাহার দরজা দরজা
 দেওন ॥ লইল আগার কদম করিয়া সে কদম * তাহার দরজা
 দাবি কাড়িয়া লইল ॥ বেলায় তাহার দরজা দরজা ॥ তাহার
 যতক ফেরেস্তা তার পয়গম্বর ছাড়া ॥ কেহন * তাহার দরজা
 মাছেড়া * কদম যদি মানাইতে পারেনা হইয়া ॥ তাহার কদম
 দেওয়া যাইবে ভুলিয়া * তরু যাইয়া দিয়া দরজা ॥ তাহার
 নরম কদমে তাহা কহে বুঝাইয়া * বুঝাই তাহার দরজা ॥

দেওন। গোমার আন করে কেড়ে গিল সেই ডান * ছাড়াবৈল
 নাও যুগি বেশ মন্দ নাই। নড়াচড়া হইল দেখে আপনি গোসাই
 দেওনটা পরপক্ষের মনায় সকলে ॥ কিসের কারণে তাদের কথা
 না মানিলে * এমন কন ভোমার হয়েছে মনেতে ॥ অবশ্য বলিলে
 বাবা আমার সাফল্য * একথা শুনিয়া মানার কহেন মায়েদের ॥
 গিল পাতা কথা মাগো কেনো বলে মোরে * নিশ্চয় বলিলু মা তা
 না যদি কখন * বেশী নাহি বলিলে মাগো বলে দেই যথা *
 ভোমার মাথা গুণ মাগো লিয়াছে রবানি ॥ সত্য মিথ্যা ভেদ কথা
 সব আমি জানি * আমার কারণ যদি নোকছান ভোমার ॥ হয়
 যদি কন মাগো নিরুটে আমার * তুমিত বরকত মাতা সকলের
 কননী * আমার কারণ যদি ভোমার হয় জানি * লা জ্ঞাব হৈল
 দিবা শুনিয়া * রাত * কামস হইল দিবা আপনি আপন * তার পরে
 হুতবত আমি ছাডন আইল * বুঝাটীয়া তার তরে অনেক কহিল
 নাহি মানে কথা নোন আইল প্রমাণ ॥ অনেক বুঝাইল দোনা
 কহিয়া কামস * তার পরে যদি আসে আলায়হুছালাম ॥ অনেক
 প্রকার করে বোঝায় কামস * একবারে জাড়িয়া গেল মানার
 দেওন ॥ তার পরে আইল দেখে আপনি ছোবহান * পাঁচ তন
 এক মাগত হৈল এক চাউ * মানারের পরিচা এত বোঝায় গোসাই
 শুনেই মানার ভাউ বলি যে ভোমারে ॥ কিছু নাহি বলি আমি
 ভোমারের মাগতের * নাহি তার মাথা আছে আমার ছাডনে ॥
 এত জোর করে যেই নাহি তার মনে * শুনো শুনো মানার
 ভাই কি আছে মনেতে ॥ বলনা প্রকাশ করে আমার আগোতে *
 আর আলো পাকজাত রহিয়া রহমান ॥ নামের মতন কাউ
 না দেখি সন্ধান * মানারের আরও আলো গুন এক মনে ॥
 মানারের ছেল হৈল এতর কারণে * এক দিন বসিয়া ছিলু বাহার
 লালনে ॥ গোর আভার হৈতে ছিল দেখিলু নয়নে * সেই
 মোমার আচরাইল মণ্ডিতে আঁড়িল ॥ ডাকিলু তাহার তবে সব
 কথা কৈল * নোনগার মানা ছিল আভার বহার ॥ গোর অক্ষর
 হইতেছে গুন নামের * বড়ই আকছোছ হৈল তাহার কারণে
 অনেক কাড়িলু আমি মালেকের মনে * বড়ই আকছোছ হৈল
 এতর কারণ ॥ নানাজান মালেক হৈল গুণত তারণ * আমার

ছায়ায় দেখি তাহার উদ্ভাৱন । আশা হইতে ছিল নানার
সহিত * একারণে জান কাড়ি লইবু তোমার । নিশ্চয় বলিবু
আমি ভেদ সমাচার * রহিম রহমান নাম পছন্দ কেন হইল ।
দোষকাহার তরে তৈয়ার হইল * নানাভান হৈল যদি উদ্ভাৱন ॥
দোষ করিলে পয়সা কিসের কাণ * আয় নানাভান
ভূমি উদ্ভাৱন রহিল ॥ ভূমিত খোদার দোষ হইল যকবুল *
আপনার নুর দিয়া দানালে দারহাক ॥ সকলের মালেক ভূমি হইল
বেসক * আয় নানাভান ভূমি আউল আশুর । জাহের
মাতেন ভূমি মালেক সবে * আয় নানাভান তোমার নামভি
দরুদ ॥ সকল সময়েত আছে হইয়া মৌজুল * আয় নানাভান
তোমার সকলি ভিকার ॥ দিবা রাত্রি আছে সব হইয় আত্মকারী
আয় নানাভান তোমার নামের পারচয় ॥ সকল সংসার আছে
জাহের দেবালয় * আয় নানাভান তোমার চৌকা ভূদন ॥ নামেত
পাড়িয়া আছে হয়ে ভক্তারন * আয় নানাভান ভূমি কুপেত
আপনা ॥ বিনাই যখন ভুড়ে করিলে দেওনা * আয় নানাভান
ভূমি আপনা দস্তুরে । সব চাকলে ভূমি সকল সংসারে * নানা
জির এত সাধ্য তার এই দশ ॥ উদ্ভাৱন দোষকাহার হইয়া
নৈরাসা * নানাভানে পয়সা কৈলে আবদুল্লার ঘরে । আমের
পেটে রাখে কেমন প্রকারে * সে চন্দ উদয় শুনি অন্ধকার ঘরে
ছেপাইলে লিয়া ভূমি কেমন প্রকারে * আপনার অঙ্গ অঙ্গ
আপনি কাড়িয়া ॥ আপনার নুর দিয়া দিলে প্রকাশিয়া * আহামদ
হৈতে ভূমি মহাম্মদ কিয়া ॥ কি দোষ পাইয়া তার এ দশা করিয়া
কেনো নানা অন্ধকূপ ঘুসিয়া রহিল ॥ সে চন্দ বদন কেন বেসন
না হৈল * আবদুল্লা ফুল যখন শুক্লিল নাকেতে । বেসন হইল
বদন সেই ফুলের ফোটে * সেই ফুল নানাভান ছিলেন আপনি
অন্ধ কূপে রওমন কেন না হল তখনি * কিবা কহুর হয়ে ছিল
ভেমন সময় ॥ কহ আলী পাকজাত দোষায় আমায় * আর এক
কথা বলি তোমার ছজুরে ॥ আবদুল্লা আমেরা কেনো দোষ
মাঝারে * কি দোষ পাইলে আলী তাহাদের তরে ॥ নানাভানের
মাতা পিতা দোষ ভিতরে * পাক নুর দিয়া আপে কেনবা
আজাব ॥ রহমান নাম কোথা বলনা সেতাব * নানাভান মা

বাপের লোভে ডালিয়া। আপনি সবুজ আছে কেমন করিয়া *
 তারে বুঝি নানাভাবে কেমন ভান বাসো। নানাভাবে হুঃখ লিয়া
 কেন্দ্রেতে হাসো * নানাভানের দান্দান সহিত করাইলে। কি
 লোভ নানার বুঝি কি না তা পাছিনে যার নাম যা বরকত আপনি
 রাখিলে। তাহর ক'জন লিয়া আরস খুইলে * তাহার উপরে
 হুঃখ লিলেন কেমন। এই কি তর্জিবিছ আল্লা তোমার ছামান *
 সবার হুকুমি মাগো সংসার জননী। কোন হালে নিলে মাগো
 হুকুমের তরনী * মাত ডালি বসুর লিয়া ফেরে যা জননী। এত
 দুকু সময় কোঃ হার কাছালিনী * যাহার হাতেতে আছে আরস
 কাছুরা। উঃ ৩ পছল সব ভরসা করে ছাড়া * এহার ছরনার
 হার হুকুমের মাগার। তবে কি ভলাই বুঝি করিলে সবার *
 বরকত বাকি আবে কান্দিত। ছেন্দগি ভায়া হৈল কি
 ভলাই হার বসুর হইয়া কেন অধিনে গোছরান। কি ভলাই
 করিয়া বসুর নিলেন * লোভো ভাই এমাম এরা দুনিয়ার ছবুন
 কি ভলাই করিয়া বসুর এখন * বরকত যা হইয়া ভানে
 উঠায় কাছা কসি। কোন দিন দেখি নাই করিতে হাসি খুসি *
 বরকত হুকুমের আলি বড় পাহাল ভান। সেরে খোদা নাম বুঝি
 করিলে প্রণাম * কোমর বান্দিলে জমিন করে টলমল। আপনার
 সাক্ষ মাত লিলে তার বস * এমন মহিমা যার দিয়া ছ দুনিয়ায়
 কত দুকু ভানের মাগা কসেলা ওঠায় * এইতক মাদারের আরস
 জনার। না হয় এনছাক বুঝি বুঝিয়া করিবে * এই জন্য ভান
 করিছে লেইত তোমার। এনছাক হইলে দুকু যাইবে আমার *
 আর এক আরস আছে যে আমার। এনছাক করিলে জান দিবে
 যে তোমার হুঃখ দিয়া ছ সবার উপরে। তাহার করিছে
 কারি না কহি ছবুরে * যে কর্মেতে পাঁচ জোনা হইল মৌজদ।
 তাহার ভলাই কর আপনি মাবুদ * দোজখ টানিয়া ফেল
 এইত করিলে। এই আরস কর আমি আল্লা ছামান * তবে
 আমি জান দিবে এইত কারার। উঃ তের দায় দোজখ করিবে
 যে সার * একদা ভানয়া আল্লা প্রীতি উত্তর কয়। সোনর ভাই
 মাদার বাল যে তোমায় * কার আমি বুঝি করি বলিলে মাদার।
 মন দিয়া সোন বাল জগদ তাহার * হোন ছামান আলি বলে

ভাবিয়া রছল ॥ দয়ার সাগর যিনি সকলের মূল *

* মাদারের ছা ওালের জ ওব আলা দেয় তাহার দয়ন *

* পয়ার ছন্দ * নেহাত করিয়া বলি সোনহ মাদার *
 সোন লাগাইয়া সোন জ ওব আমার * তোমার নানা দেহ
 মেরা মোহাম্মদ রছল ॥ উম্মতের ভার আমি নিহাছি বেলকুল *
 আমি দানমা উজির তোমার নানা জান ॥ দিন হনিয়ার কাম করি
 হৈয়া এক জান * এক যুগ রূপ যখন আপনি মোজার ॥ পাঁচ যুগ
 করিলাম মতলবে আমার * যামাইতে না পারি শুভেহর যাতনা ॥
 উগলিয়া রূপ মোর হইল পকুজনা * এমন দেই উপজিল
 আমার শরীরে ॥ তখনি হইল শিলা যে কিছু সংসারে * তার
 পরে নিজরূপে জলিতে আছিনু ॥ সে সব দুষ্কর কথা নাহি
 তোরে কৈল * জলন্ত শরীর যখন প্রথম দৌবন ॥ আপনি
 মতিয়া কৈল চৌলা ভবন * কোমর কেবা হয়ে মেল না পাই
 ঠেকানা ॥ হু হু বাকি শব্দ কৈল করিয়ে ঠেকানা * তার পর হা হেহ
 তিন মেলাইয়া ॥ এক যুগ করি শুভ আপনি ভাবনা * এই শব্দ
 এর ধরি বানাই আকাশ ॥ সে গুরেতে মোহাম্মদ করি প্রকাশ *
 সেই নুরের উপরেতে তা ওছে ধারিয়া ॥ তাহার মুখেতে নাম লিখ
 প্রকাশিয়া * বাইস লাখ বছর আমার গুরেতে ॥ আল্লাহ বেল
 আমি বলি শুভেতে * আমার গুরেতে তার কলম জলিয়া ॥
 মোউরে রাখি শুভ আমি মতন করিয়া * পাঁচ তন লিয়া আমি এক
 তন কৈল ॥ মোউরেয় আকর করি সূজন করি * যে উরের
 মাথায় তাড় দিখ যে রাখিয়া ॥ আলিকে রাখি শুভ বানাইয়া
 গলার হেথা এল আমি করি নবিরে ॥ কানের দুই হল কৈল দান
 এমামেরে * দুইখানি চরণ আছমান ছমিন ॥ এইত পতন কৈল
 সোনহে একিন * চারি তরফ বাল্য মোর ব্যক্তি লেখিল ॥
 ই সফ ভিন্ন আর কিছু নাহি ছিল * বাইস লাখ বছর যখন
 উছবি পাড়িল ॥ কবুল করি তছবি যাহা পাড়িছিল * যা বেল
 কলিয়া আমি ডাকিয়া উঠি ॥ যা বরকত বলিয়া নাম দেহেতে
 পাড়ি * সকলের যা বরকত জননী হইয়া ॥ বেহেস্তের কু
 দিখ তাহারে শুপিয়া * আলিকে করি আমি আপনার মের

দুই দুই প্রমাণ হইল শিখার লোকের * আগামী কাল্য ভূমি
 নাহিলে অমর * কিসকত বুঝিয়া বলি ভেল সমস্ত * ভোগ্য
 লোকের দলি মোর দলি নাই * বুঝি কি জানিবে ভেল এ সকল ভাই
 অদ্বৈত বসিবে লোকের আশ্রয় আপন * সেই ওক ঠাঙা কৈল
 শোন তার মান * সেই বুঝ ঠাঙা করি আশ্রয়নার পেটে *
 আর আত্মসংকট বাক্য বসিবে * অজ্ঞানত আবহুলা অ-
 যেনা দুজন * কলকরিল কলমা নছিরে লিখন * দোজখ কবুল
 কৈল বলিবে নিশ্চয় * মোহাম্মদের কলমা আশ্রয় না পড়িব ভায় *
 সেই অন্য আবহুলা পোষিতে আনিয়া * আশ্রয়নার পেটে
 বুইল মোহাম্মদের লইয়া * সর্বমে ভুল কৈল মোহাম্মদের নাম *
 আবহুলা আশ্রয় কৈল মানি মানি কাম * সেই অন্য আবহুলা
 পোষিতে আনিয়া * আশ্রয়নার পেটে তারি ভুল কৈল লিয়া *
 কোথা অশ্রয় না উদ্ভব করিয়াছি বলা * ভেল কথা বলি আশ্রি
 শুনহ সকলো * লাড়কা পাইয়া যদি পড়ি কলমা যুগে * বেহেস্তে
 চলিয়া যাব দ্বিভাবক যুগে * কি দোষ পাইল ভাই এহাতে
 আশ্রয় * এমন বুঝ পোষে যতন না হইল তার * এহাতে কি বলিবে
 দুই বলা অমর * এমন নছিব কার হইবে সংসারে * সাদান
 নমস্কর আর কোটন পাপ * কারুণ হামান কমলা কেই নাহি
 জপি * আশ্রিতা করিবে পূজা দাঁড় করে মোর * দোজখ সবে
 অন্য এইতা বদর * দোজখ করিয়া পয়লা নাহি ভরে কারে *
 না বাপ ভাই ভোগ্য নানাজির ভরে * এতা দুঃখ দিগু আশ্রি
 এহাদের পরে * বুঝিবে সংসারের লোক বলিবে ভোগ্যের * কেই
 নাহি নাম লেখ করে কত তা বোনা * না দেবতা মানার কেনইয়া
 দেবতা * লান্ধান সহি কৈল এহার কারণ * চানিয়াতে তকুরি
 করিল গোন * তাহার কারণ আপন মোহের দান্ধান * সহি
 করি আশ্রি ভাবিয়া নিদান * এহাদের পরে দিন এতক যতনা *
 বান্ধার কারণে লিখ করিয়া যতনা * ছবদার বান্ধায়ে তারে অধোনে
 গোড়রান * বান্ধা বুঝিবে বলি বলিবে সফল * আপনার অ-
 হাতে অশ্র পাত বোনা * আদ্য মানার ভূমি কিছুই জান না *
 ভোগ্যকে সে বান্ধিবে আপন কুদরতে * এতা ছোর করে কিসে
 কহে শাহ মানার,

কাহার বলেতে * আগার কদরতে কহি করো যেনো
 এমনি সকলে করে না রাখো * তবে * সেই জনা হক নিম্ন দিল
 তোমারে ॥ তবুতো বোনে না বান্দা গোনা করে কির * বুঝিয়া
 না বোনে বান্দা করে কত গোনা ॥ দোহা করি তবু না করে
 ভাবনা * সা ত তালি বস্তুর আর দক্ষের বস্তুর ॥ সুনিবার আত্ম
 সব মোনেতে করে না * একে করিয়া কত বোনার খোলা
 কিঞ্চিৎ বুঝিল মাদার বসিয়া তথায় * বেশী লিখিলে পুণি ভয়ে
 যায় ভারি ॥ তাড়া তাড়ি করিয়া যে সংক্ষেপে সংগ্রহ * মাদার
 বুঝিয়া তথা খামস হইয়া ॥ জান লিয়া নিল তখন হাতেতে শুপিলা
 দুই হাত জুড়ে করে আরম্ভ হইল ॥ বড়ই করেছি গোনা নাহি তিন
 তোরে * এয়া আলা পাকচাত মাক করে গোনা ॥ যে কহে করি
 আমি না আছে তুলনা * একথা শুনিয়া আলা মোহর হইয়া
 বহুত তারিফ কৈল মাদারে পরিশ * মোহর কথা * মোহর মাদার
 দেওন ॥ যেই কথার জন্য কুহি কোরে ছিলে জান * তোমার
 কথার ছেদ বাহান রাখিয়া ॥ গোনাগর বান্দা সব খানাহ
 করিয়া * আবছলা আমেনা বাকি বেদা যেনো আছে ॥ উম্মতর
 মধ্যে গোনা যে জন করেছে * সকল কে মাক লিখিল তোমার
 কথায় ॥ বেহেস্তে দাখিল আমি করিল নিশ্চয় * সকলের কদরতে
 মাদার যাইয়া ॥ হাজার ছালায় কৈল ছের নোড়াইয়া * সকলের
 কাছে আপন গোনা মাক কিয়া ॥ সকলে দিলার হয় বলিয়া কহিয়া
 মাদারে করিল দোণা সকলে মিলিয়া ॥ যে বার ভেদায় বার
 সকলে পৌছিয়া * মাদারের চক্ষুমা হইল তাহা * দুই হাত
 আলা জানে লিখিল কালয় * পাগলা মাদার নাম মাদার হইল
 আত্ম তক সেই নাম বলেন সকল * হোন ছায়া মালি ভোনে
 কেতার কালয় ॥ বাকি কেছা মাদারের গোনা হইল *
 * মাদার বালগ হইল যখন হজর ৩ রতুল *
 * আলির ঘরেতে ভেদে ফাতেমা বেহুল *
 * সাহ মাদার কে দোছরা পরলা করেন তাহার বয়স *
 * ত্রিপদী ছন্দ *
 কেছা সাহ মাদারের, একে একে তাহা হইল ॥
 সাল ছেন যবে, এসে আলির ঘরে তবু হইলেন নবি পাক

গোনা হই লিখিলে
 গোনা হই লিখিলে
 গোনা হই লিখিলে

কাত ৬ রাহতে আছিল মানার, হুজুরতর দেখে দিদার, দড়বাড়ি
 ঘরেতে আইল : দিদো মানারের দেখিয়া, অশ্রু কাপড়া দিয়া, সরম
 করিয়া ঢাকিল ৬ দেখিয়া পোছেন নবি, কেনগো ফাতেমা
 দিদো, অশ্রু ঢাকিলে কি খাতির ॥ দিদো বাপের হুজুরে, কহেন যে
 ধীরে, একারণে ঢাকি যে শরীর ৬ নাহা লোগ নাহি দেখি, একারণে
 অশ্রু ঢাকি, শোন বাবাজান ঘেরা বাত ॥ শুনিয়া কহেন নবি,
 শুনগো ফাতেমা দিদো, মানারের বয়ান নেহাত ৬ নুরি তন মাদা-
 রের, পাকছাক বেগেতের, থাক নাহি মাদার দেওন ॥ নুরি তন
 নুর হৈতে; পয়দা করে পাকজাতে, সোন কিছু আহওয়াল বয়ান ৬
 ফেরেস্তার আওয়াল হয়, জানো ঠিক মিথ্যা নয়, যা বাপ যে হারুত
 মারুত ॥ গোলাকে ভুনিয়া রাহা, গোনাতে পড়িয়া দোহা, আছা
 বেতে রহিল বহুত ৬ ফেরেস্তা হইয়া তারা, গোনা যে করিল
 ছাড়া, সেই জন্য গরুব এলাহি ॥ শুনগো ফাতেমা মাতা, সত্য
 হেনে লিবে কথা, ঠিক কথা বলিলাম ছিহ ৬ তাযাম বয়ান করে,
 শোনায় যে ফাতেমার, শুন মাতা বরকত জননী ॥ ভেদ কথা
 কহিলাম, বলিবে আওয়াল তাযাম, এহাতে যে ভুল নাহি জানি ৬
 দোন ফেরেস্তার তরে, অধিক গরুব করে, বান্দিতে হুকুম দিল
 আর ॥ শোনহে ফেরেস্তা গণ, তিজীরে করো বন্দন, এই হুকুম
 রাশিবে আমার ৬ রোজ ফেয়ামত যবে, হেছাব করিবে তবে, তবে
 এরা পাইবে নিস্তার ॥ অশ্রু তরু কয়েদ নয়, নছিব তাদের বুঝা হয়,
 ভেদ কথা লিখিলাম সার ৬ ছায়াদ আলি বলে সবে, আমার গতি
 কি হবে, সেই ভয় ভাবনা আমার ॥ ত্রিপদী ছাড়িয়া এবি, লিখি
 প্রকাশিয়া তবে, বাকি কেছা রচিয়া পয়ার ৬

৬ হুজুরত রচুল ছালালাহ আলায়হে ছালাম হুজুরত বিবী ৬

৬ ফাতেমার কাছে মানারের আহওয়াল সকল বয়ান করেন ৬

৬ পয়ার ছন্দ মাদারের ভেদ কথা শুন বিবরণ ৥

নেল লাগাইয়া শোন হয়ে এক মন ৬ নুর হৈতে পয়দা হৈল
 নুরের গঠন ॥ পুর্ণিমার ঢাল যেন কাকুন রতন ৬ এই যে লাড়কীর
 দরজা হেমন্ত পড়াই ॥ দিল পাক ছোবহান আপনি এলাই ৬
 না মরল অশ্রু না আওয়ালতর নেসানি ॥ পাক নিয়ত পাক নেলা
 পাকিছে নকছানি ৬ কেননে জানিব বেলো হইকে পাক ॥ বেওরা

খুলিয়া বাবা কহনা বহুত কথা হুজুরত বলেন বেটি দেখিল নন্দন
 এক ভাবে কসে দেখ দেখাই ভোমারে * হুজুরত হুজুরত কৈল
 মাদারের তরে ॥ খোরমা খোড়া পেড়ত আন আমর হুজুরত
 এ কথা শুনিয়া মাদার বেছমেলা বলিয়া ॥ খোরমা পড়িত মাদার
 হুজুরত পাইয়া * খোরমার তলায় মগন মাদার পৌছিল ॥
 সেই ওড়ে জিবরিল আসি হাজুর হইল * এসারা করিল হুজুরত
 জিবরিলের তরে ॥ খোরমার তলায় যাও মাদার হুজুরত * জিবরিল
 আপন হাতে মাদারে ধরিয়া ॥ কাপড় খুলিয়া তার উলঙ্গ করিয়া
 মাদারের আলত কাটা তামাই ছাকাই ॥ হেতু ডাকিয়া নিল কিছু
 মাত্র নাই * কহেন হুজুরত নবি ফাতেমার তরে ॥ নজর করিয়া
 দেখ মাদার উপরে * বিব যে নজর কৈল মাদারের পানে ॥ এই
 তরফ পাক ছাফ দেখিল নয়নে * মরদ না আতুরত তার কিছু
 মাত্র নাই ॥ সকলি দেখিল তার নিশ্চয় ছাপাই * তাহা হইল
 বিবী মাদারে দেখিয়া ॥ পাক দেল বেটি মাদার মানুস করিয়া
 গায়েব হইল জিবরিল মাদার হইতে ॥ পিছেতে আইল মাদার
 খোরমা লিয়া হাতে * বিবী যে দেখিয়া তাবে পেয়ার করিয়া ॥
 বসাইলেন ছায়নেতে নজর ভারিয়া * পেয়ারের সাত রহিল
 মাদার ॥ বাকী কেছা মাদারের শুন দিনদার * হান ছায়নফালি
 বলে ভাবিয়া খোদায় ॥ কেয়ামতে কি হইবে করি হয়ে হয়ে *
 কোন দিন যাব চলি মিছা এ ছেন্দাগ ॥ হেলায় হারানু দিন
 না হৈল বন্দাগি * কেবল ভরসা এক হাসর ময়দানে ॥ তাই বৈন
 নবি সবে আশা আছে মনে * এই বেলা হুজুর মন নবি কর সার
 নবি না তরালে সেখা কে তরাবে আর * সাত দিনের ছেন্দাগ
 লিয়া কত করি গোনা ॥ তামা হেরেছ হাওয়ার পড়না কর ভাবনা
 আজ মরি কাল মরি রাস্তার রাহাগির ॥ যারাব হইল ভেদে অন্তর
 বাহির * আল্লাহ বল হাই এয়াব রহুল ॥ মহম্মদি দিন সবে
 করনা করুল * মোরসেদের পায় আশি নোয়াইয়া ছির ॥ দের
 জান হাজুর রাখি তামাম শরীর * বাকী কেছা মাদারের কৈত ব
 দেখিয়া ॥ মন দিয়া শুন সবে একিন করিয়া ॥

হুজুরত আলি মাদারকে ডাকিয়া ওছিরত করেন ও ছেন

ফকার কবজা দরিয়ায় ফেলিবার হুকুম করিবার বয়ান ॥

* পয়ার ছন্দ

হজরত আলি একদিন ভাবিয়া অন্তরে ॥

নিরাশা বসিয়া আপন মউত এয়াদ করে * কোন দিন কিবা হয়
বুঝিতে না পারি ॥ উদাস হইল দেল জান বেকারারি * বুঝিবা
মউত যেরা আইল ছায়নে ॥ মাদারকে ডাকাইল বুঝিয়া নিদানে*,
ছায়নে আইলেন যব মাদার দেওন ॥ নছিহত করেন তারে
আলি পাহালওন * এক নছিহত যেরা শোন বাখজান ॥ জোল
ফকার ঘরে আছে শোনহে সফান * কব্জা আর জোলফকার
লইয়া আসিবে ॥ দরিয়াতে লিয়া তারে ঠাণ্ডা করাইবে * শুনিয়া
মাদার তখন আলির ফরমান ॥ জোলফকার আনিতে যায় নাহি
করে আন * কব্জা জোলফকার আনিতে আছিল ॥ হোছেন
ছায়নে আসি মোলাকাত হৈল * কব্জা ও জোলফকার হোছেন
দেখিয়া ॥ মাদার তুমি জোলফকার যাও কোথা লিয়া * আমার
বাপের মিরাজ লিয়া কোথা যাও ॥ না পাইবে জোলফকার ফিরে
মোরে দেও * মাদার কহিল হোছেন শুন বল আমি ॥ না
জানিয়া মোকাবেলা কেন কর তুমি * আমার উপরে হৈল হুকুম
তাহার ॥ নাদিব জোলফকার আমি শোন বেরাদর * এ কথা
শুনিয়া হোছেন কথা না মানিয়া ॥ হাত হৈতে জোলফকার লিল
ছেনাইয়া * বে তাব হইয়া মাদার আলির কাছে যায় ॥ যোড় হাত
করি মাদার আদাব বাজায় * আলি বলে জোলফকার কি করিলে
তুমি ॥ একে বলো মাদার শুভে চাই আমি * মাদার কহেন
ঝুট আলির ছায়নে ॥ দরিয়ায় ডালিষু দিনু বলি যে নিদানে *
আলিছে বলেন মাদার ঝুট বল কেনো ॥ হোছেন লিয়েছে কব্জা
জানিহে সফানো * এই কব্জা মিরাজ নহে বুঝিবে নিদান ॥
হোছেন কহিবে সব আহওয়াল বয়ান * এই জোলফকার হয়
মহাম্মদ হানিফার ॥ হাসরেতে সোয়ার হবে এই জোলফকার
এমাম মেহদি যখন জাহের হইবে ॥ এই জোলফকার লিয়া
কাফের কাটিবে * তামাম আহওয়াল যখন শুনিল মাদার ॥
হোছেনের কাছে জেতে হইল রাহাদার * যাইয়া হোছেনের
কহিল মাদার ॥ কথা কেন নাহি মানো সোন বেরাদর * সারা
রতি কেন কর সোনহে এমাম ॥ আদাব রাখিয়া কব্জা ছাড়িয়া
দিলাম * তুমি কি আমার সাথে জেদ করি পারো ॥ তামাম

জাহানে কাপে শুনিলে ইচ্ছা করা * বুট বুট ঘেরা সাত কড়া
মোকাবেলা ॥ বাপের গিরিছ নাহ সোনা ঘেরা চলা * শুনিয়া
এমাম তখন গোয়ায় ভরিয়া ॥ তোমার কি সাক্ষ্য আছে নেও
ছেনাইয়া ॥ একথা শুনিয়া মাদার হাসিয়া ॥ জোলফকার লিলেন
কাড়ি হাত মোচাড়িয়া * এমাম জানিল তখন মাদারের জোর।
আর না কহিল কিছু মাদার ছাড় * তখন মাদার কব্জা জোল-
ফকার সাত ॥ দারিয়ার বিচে ফেলে লিলেন তফাত * মাদার
জোলফকার যবে ফেলে দারিয়ায়। চুর হাজার ফরছত বেগু
হুয়ে যায় * ফরছত মাদার কদা শুন তার মানি। সাত ডিউন
সও কোস হয় বুঝিবে গোয়ানি * ছেছাব করিলে নই নই
দাকে হোস ॥ দস্ত কপাটী খাইয়া হইবে বেহোস * সুখাইয়া
দারিয়া সব বালু হুয়ে গেল ॥ বুঝিয়া দেখনা সব কি হতে কি হল *
কেমন সে জোলফকার জানেন পরওয়ার ॥ কত মন ভারি ছিল
না জানি সোমার * আতুন পারি ছিল দিউনি কি বাজ ॥ এহার
বেওরা জানে পাক বেনেয়াত * কোথায় সে জোলফকার কেমনে
রাখিল ॥ কেমনেও আলি সাহা ছাপাইয়া ছিল * এমামে বুঝিবে
ভাই আলির কেরামত ॥ কিবা জোর আলাতলা লিলেন হেদত *
আলি যে আলার সের জানিবে নিশ্চয়। ছাড়ের জাহানের জোর
লিলেন খোদায় * কোমর বান্দিতেন যখন আলি পাহলওনি।
ধর ধর কাপিত জমিন হইয়া কম্বান * তার পর আলির কাম
আইল মাদার ॥ সব কিছু মাদার জানায় বারে বারে * তার পর
হাজারত আলি বলেন মাদারে। মাক্কন পুরেতে এক ছেদা নাম ধরে
ছেদা হানি নাম তার আছে মাদার ॥ এক দফা মাহ হুয়ি তাহার
হুজুর * তার সাথে মোকাবেলা কওল করার। কয়েক ছুগল কৈল
উপরে আমার * তাহার জবাব দিতে কেহ নাহি পারে। হইয়া
জবাব দিয়া মুরিদ করে তারে * এই এক ছুগল আমার বন্দ
করিবে ॥ মাক্কন পুরেতে যাও দেবী না সহিবে * ছাড় করিল
তবে মাদার দেওন ॥ রওনা হইলু আমি ভাবিয়া ছোদহান *
ছালাম করিল মাদার আলিভির পায় ॥ লোও করবেন বাবা কত
যেন হয় * আলাকে উপিগু যাও নেদাদান সাতি। বেদা হুজুর
কদত পারে হইবে সুখ্যাতি * মাক্কন পুর হইতে মাদার হইল

হুঁওনা ॥ কয়েক দিন গেল যাদার কাঁদিয়া রদানা * ছেদা যোগী
নাগুঁ ছিল তৈল যোগী কাঁচ রপা বাঁধা ছাওয়াল ছাওয়াল করে তার মা ত
যোগী আপন মোরাকে দায় হাইয়া দমিল ॥ যাদারের কিবা হাল
দেখিত লগিল যাদারকে ছাওয়াল পুছে বসিয়া সন্ধান ॥ মোর
কেদায় দমিয়া দেবে বুনিয়া নয়ন * যাদার বুনিয়া আপন মতবুত
হইয়া ॥ যোগীর ছাওয়াল দেয় আলা ধোওয়াইয়া * বলছে যোগী তুমি
কি ছাওয়াল করিবে ॥ আলা দলি করে ছাওয়াল গ্রহণি মিলিবে *
আলা আলা বল ভাই যত মোছলমান ॥ যোগী যাদারের ছাওয়াল
সোনহু দয়ান * আঁমি দান্য ছাওয়ালত আঁলি অধন নাচার ॥ না দেখি
উপায় আঁমি বড় গোনাগার * ছেদেগি কাটাই আঁমি আলা না
ভিছিনু ॥ দুনিয়ার ফেরেবতে সব হারাউনু * মিছা এ ছেদেগি
দেখি ভানিয়া অমর ॥ আঁমিরে কিকপে আঁমি পাইব নিস্তার *
আলা নদী ভরসা আঁমি রাঁখি রাঁখি দিন ॥ মোছলমানে বল সব
আঁমিন আঁমিনক

* ছেদা যোগী যাদারকে ছাওয়াল পোছে তাহার দয়ান ॥ *

পয়ার ছন্দ *

সোন ভাই মোছলমান করিয়া খেয়াল ॥
যাদার কেমন গুলি সোন সবে হাল * রৌসন অজুদ তার রৌসন
দিদার ॥ ছাওয়াল ছাওয়াল হয় দুই বরাবর * যাদারে পোছেন যোগী
বুনিয়া ছাওয়াল ॥ ছাওয়াল মোর দিয়া যাদার করনা নেহাল * উমর
ভর খানা যাদার বাইয়াছ কিনা ॥ চিক করে বল তুমি না করে
বুনিয়া * যাদার বলেন যোগী কেমনে জানিলে ॥ বলনা হে যোগী
তুমি কিকপে চিনিলে * কেমনে জানিলে তুমি আমার সন্ধান ॥
একারণে চিনি আমি করিয়া পিয়ান * যাঁছি তোমার বদনেতে
না দেখি বসিত ॥ একারণে চিনিয়া বলি শু তোমারেতে * বলিল
যাদার তুমি সত্য নে জানিলে ॥ বাই নাই খানা বটে আমি কোন
কালে * যোগী ফের পুছে ছাওয়াল যাদার বরাবর ॥ দেখিয়াছি
আঁমি কিনা বল নেক কার * যাদার পুছিল যোগী জানিলে কেমনে
কেমনে জানিলে তুমি কিকপে সন্ধান * যোগী বলিল যাদার চিনি
একারণ ॥ চক্ষুর চাহনি তোমার এঁয়ছাই নিরক্ষণ * সেভাবে
বুনিয়া আমি খাব না হয়ছে ॥ নিশ্চয় জানিয়া আমি বলি তোমার
কাছে * যাদার কহিল যোগী সত্য বলিয়াছ ॥ বড়ই আদর

তোমার মোরে চিনিয়াছ * উই নাই উম্মর ভর মিহা নাহি
যাই ॥ ঠিক বলিয়াছ যোগী ভুল চুক নাই * ফের মে পুছিল নেপী
তেছরা ছওল ॥ আঠার হাজার পয়দা করিল বাহাল * কোথায়
রাখিল আলম কোথায় ঠেকানা ॥ তাহার সন্ধান মানার আমর
বলনা * মাদার বলেন যোগী সোন দেল দিয়া ॥ আট হাজার আলম
জালা আছমানে রাখিয়া * ছয় হাজার আলম তার দায়ের দিচে ॥
দুই হাজার আলম আর রাখিয়াছে নিচে * এক হাজার আলম তার
আঙুর মাঝার ॥ পেটে তা রাখিল আলম আর এক হাজার *
এই আঠারো হাজার আলম একুনে ॥ বুঝিয়া দেখনা যোগী হৈল
কিনা হৈল * সব কথা সত্য তুমি বলিলে মাদার ॥ দেলের মধ্যে
সোবা মোর কিছু নাহি আর * ফের যোগি পুছিল তার পয়দা কে
করিল ॥ মাদার বলেন তাহে জালা পয়দা কৈল * আপনি করমে-
ছেন জালা আয়েত কোরানে ॥ শুনেহ যোগি তবে অয়েতের মানে *

قوله تعالى - عالم الغيب والشهد والرحمن الرحيم

আয়েতের মানি সোনহে এছলাম ॥ করমিয়াছেন জালা জালা
আয়েত কালাম * গায়েব মানের তিনি রহমান রহিম ॥ উকর
করিতে সব আছেন করিম ॥ রাখে মাদার সব পাবে কে বুঝিবে সোনা
তুমি আমি কি বুঝিব তাহার মহিমা * বকুসাইতে পারেন তিনি
তাঁমাম আলম ॥ গোনাগার করিতে পাবে দেয় জাহান্নাম * এমন
মালেক তিনি পরওয়ার দেগার ॥ বকুসাইতে পারেন তিনি যত
গোনাগার চোঠা পুছিল যোগি মাদারে ছওল ॥ হজরত নুর নবির
আমি শুনিব যত হাল * কোরেসি হইয়া হজরত ছৈয়েন হইল ॥
কি প্রকারে হৈল ছৈয়েন বুঝাইয়া বল * মাদার বলিল যে গি
শুন মন দিয়া ॥ কোরেসি ও বেনি হানেম তায়ে পয়দা কিয়া ॥
জিবরিল আসেন রোজ হজরতের হোজরায় ॥ আসিয়া বসেন
কত ভালা বুঝা কয় * একদিন জিবরিল আসিয়া হোজরায় ॥
এলাহীর পয়গাম হজরতে পৌছায় * সওগত দিলেন জালা
কোবল দরুদ ॥ এই তোহফা দিলেন তোমায় আপনি মাবুদ *

ছেঁদে কোমল এই জরুর অলস ॥ মালেক মোজার কুশি দিন
 দুনিয়ার * অলস হকুম এই শুন নেককার ॥ এযাম হোছেন
 কোন নীতি যে তোমার * তাহিনোতে হাছেন বায়েতে হোদেন
 ছায়ায় ক'তমা বিদ্যে তারে বসালেন * উপরেতে কোমল দেয়
 উড়ায় ছোবরিল ॥ এমন মোরতবা তারে দিলেন অনিল * হু-
 রতর কদম হৈতে কোমল উড়ায় ॥ নাছিল হুতরত আলি হাজের
 সেদায় * শোকারেতে পিয়াছিলেন আলি পাহালওয়ান ॥ নাছিল
 হাজের সেদা শুনায়ে সফান * পদেতে হুতরত আলি সেকার
 হইতে ॥ বসিলেন শেষে পিয়া কোমল বিচেতে * ছেঁদে দরজা
 পাইল এই পাচ জনা ॥ ছায়ায় করিয়া ছোবরিল হইল রওয়ানা *
 সে হৈতে মরতবা দেখাইল সবার ॥ ছেঁদে বলায় তাঁরা সব বারে
 বার যোগী ফের পুছিলেন মালারের তবে ॥ মোহাম্মদ খাতা কৈল
 যেমন প্রকার * যেই নয় চিত্ত ভাই বোজরগি পাইল ॥ প্রকাশ
 করিয়া মালার ভেদ কথা বলা * নয় চিত্তের ছওয়াল যে মন দিয়া
 সোন ॥ তিন বোজরগি তিন লজ্জত কোবত তিন * হেছাবেতে
 নয় হয় সোন তার মানি ॥ পহেলা যে তিন যোগী বলিব এখনি
 আল্লাহর অবকরা জানিব হ'রাম ॥ মোহাম্মদের অব জানহালান
 তামাম * যোগী বলিল মালার বলনা খুলিয়া ॥ আলার অবহোরাম
 হৈল কেমন করিয়া * মোহাম্মদের অব হালান হইল কেমনে ॥
 বোকাইয়া কহ মালার সুনি এক মনে * গোলাছা বলনা মালার
 হই যে নেহাল ॥ সোন ওহে যোগী কুশি করিয়া খেয়াল * হালান
 অরাম হই জানিব বাহাল ॥ মোলার অব জানদে মউত কালেকাল
 জানতার মরিয়া গোলে না হয় হালান ॥ সারার কে তাবে লেখা
 আছে এ আহওয়াল * মোহাম্মদি সারা মতে অব যে করিলে ॥
 আলান জানিয়া তারে খায় যে সকলে * দুএমেতে বোজরগি যে
 বেগানা আওরত ॥ নজর করিলে গোনা হয়তো আলবত * নেকা
 যদি করে তারে মোহাম্মাদ সারা ॥ সে বিদ্যে হালান হয় বুঝার
 ॥ মোজরা * ছিয়েনে বোজরগি মান করিয়া নিশ্চয় ॥ হাজার সাল
 এযাত করেন বাজায় * মোহাম্মদের কলমা যদি নাপড়ে মুখেতে
 কিছু কামে না আসিব জানিব দেলেতে * সেই বান্দার তবে আলি
 কচি নাহি দিবে ॥ বেহস্ত হইতে তারে তফাত করিবে *
 সাহাযাদার ॥

লাইলাহা এলালাহো মোহাম্মদ রহুল্লা। না পড়িলে কোরআনে
দিবে আলা তাল। * শোন যোগি সে কেমন কালানু অলার।
লিখিয়া জানাই আমি সেই সমাচার * যে রূপ পাইলাম অর্থাৎ
কোয়ান মাঝার ॥ আয়েত কোরান তাতে লেখা এ প্রকার*

قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت الانبيا
ثلاثة اكل للحم راكب للحمرفى للحم

এই হাদিছের মনি লিখিয়া জানাই। বুঝিয়া এই যে যোগী ভুল
চুক নাই * আলা যারে হ'ললে মোহাম্মদ কৈল হ'বাম। এই এক
কওল যোগী আনিবে তাহাম * যা তা হইতে ক'ও চিহ্ন ন'কা
পাও যায় ॥ বুঝিতে আকুল চাই কহিছ নিশ্চয় * এই তিন বোত
রগি হৈল মোহাম্মদের সারা ॥ তিন লক্ষতর মনি শোনহে মাদুরা
গোস্তা খাও লক্ষত এক আনিবে মাকুল। আশুতর সাত যেল
ওত যে করে কবুল * এই লক্ষত আর লক্ষত কোয়ান। রসিক
হইলে বুঝিবে যে জানে সঙ্গন * তিন লক্ষতের কথা তাহাম।
হইল ॥ শোন যোগী তুমি করিয়া দেখাল ॥

صمركم عبي فو لا يرجعون

তিন কোরবতের কথা শোননে সঙ্গন। একেই ঘন যোগী আশুত
কোরান * লাড়কা যখন হয় গোস্তা ক'না কাল। কিছু ম'ত্র
জানে নাই ছাওল অবলা * ঢেকর চ'হনি গোস্তা আহার ভোমর
সেই রূপ হৈত যদি তখন তাহার জামা ভোমর যত ব'দি কান
হৈত তার ॥ অবলা ছাওলে নাহি করত পিয়ার গোস্তা যদি না
হুইত লাড়কার জাত ॥ যা জননী না ছুইত করি ৩ তফাত * নিয়া
নার বোদ তাতে কিছু ম'ত্র নাই। অবলা জামনা তার যা জননী
দাই * রপ্তেই সেই লেড়কা সিয়ানা হইলে। হোস গোস সঙ্গন
হয় বালক হইলে * এ তিন করবতের মানে বুঝিবে সঙ্গন
হয় নয় দেখ ভাই করিয়া ধিয়ান * এই অন্য এই তিন বোতরপি
জানিবে ॥ হয় নয় মনে ভাবি বুঝিয়া দেখিবে ৩ বুঝিবারে জান চাই
সহজে না হবে ॥ বুঝিলে অবশ্য লাভ হইতে পাইবে * এই নয়

দুইরাগ ভাই চান্দর মিলান। আমায় করিণু আমি করিয়া বয়ান।
আমায় বল ভাই কত মিলান। লইব আমার নাম দমের সোমার
লিখিলে ভাই আমি পু সলা কলাম। মোরসেদ করেন মানা না
কথা আমায় পু সলা কলাম। সব খুলিয়া লিখিলে ॥ অরসিক
লিখিলে যে লিখিলে টুলে প্রাণনা করিলে হাসিয়া দেওনা
ঠাট্টা দালি ভাই ভাই করিয়া বাহানা ॥ সে কেমন শুন ভাই যত
মহলমান ॥ এক কল লিখি আমি বুঝিয়া সকান ॥ সুপ্রিয় শয়্যার
কথা আরাতি না কয় ॥ শুন শুনে সে সব কথা হাসিয়া উড়ায় ॥
আমায় বুঝি ও হয় শুনিতে সে কথা ॥ অকুণ্ডারি কি জানিবে সে
বায়ার কথা ॥ বোঝনা রসিক লোক যে জন রসিক ॥ বোঝে
রসিক লোক জন করে ঠিক ॥ সেই অন্য ছায়াদালি কলম থাকিয়া
আমায় নাহি বাড়ে কার আলদ রাগিয়া ॥ দুই নাদান আলা করিল
আমায় ॥ কেহা লিখিলে ভাই কথতা কি মোর ॥ আমি বান্দা
ছায়া আলি বড় গোনাগার ॥ আকড়ে কিকপেতে হইব উদ্ধার
গান একটা লিখি আমি অনেক ভাবিয়া ॥ বুঝিবে রসিক লোক
পাড়া শুনিয়া ॥

গান বাউলের সুর ॥

যে একটি দরিয়া আছে তাতে মানুষ ধোরে যায় ॥

আমি বলিব কাহায় ॥

না জাহাজ যেটা না আছে তারি, কেবল ভাবনাতে মরি, কত
মহা জন ভাবে কয় ॥ আমার কি হবে উপায় ॥ অকুল সমুদ্র
পার, পার হওয়া বড় ভার, আমার ভাঙ্গা ভরা চৌদ্দ পোতা
ভরসা কিবা আছে তার ॥ সেই দরিয়ার পার হতে চাহে কত
জন, কত মনি মহা জন, দেখে শুনে ছেড়ে দিল কি হবে উপায়
নাচুত মলকুত চিদকুত লাহুত আছে ত হাহুত, তাতে ভর আ-
ছে ও বহুত, পাঁচ দায়গায় গেলে পরে পার হাব সে দরিয়ার
সেই ভাবে এক মানুষ আছে রূপের মুরালি, তারি কেমনে
নাচালি, লোক জন নাহি সাতি একেলা কাণ্ডারি হয় ॥
ছায়া আলি বলে শুক কি হবে উপায়, আমার ভরে প্রাণ যায়
মোরসেদ বলে লাগলাহা রাখ মুখে সর্বদায় ॥ * * * *

দেহরা গান সুর বাউলের ॥

খুশি বড় কামাল সাহ মাদার ॥

আমার মোটেও মনের মন কখন

মন ছিল যে বাসনা, দুনি পূর্ণ হয় বাসনা, দুঃখের মনের মন
যাতনা, নিকটে তোমার * এসে ছিলেন হৃদয়ত আলি, দুঃখের
কথা. তার বলি, দিলেন আমার ফেরে ফেরি, অতল পায়ের
আইলে আমি নছি ব শুধে, চেয়ে দেখলাম দুই নয়নে, হৃদয়
কীড়া নাই বসনে, তোমার শীত মন * মোহনকর
বসে দেখি. পলক নাহি মারে আশি, নিশা আমার নাহি
দেখি, কেবল বুকের আকার * আমি দেখা যা মন, আমি
দমের মানার, তোমার রওমন দিলার, দেখলাম তোমার আকার
প্রকার *

* যোগীর ছাওয়াল *

* পয়ার ছন্দ *

এই গান মেয়ে যোগী ছাওয়াল পুছিল ॥

মনের বাসনা ফের করিতে হইল * মানার কাঁহল বাস মনের
বাসনা ॥ . অবশ্য করিয়া বল নকর অবশ্য যোগী পুছিল মানার
শুন দেন দিয়া ॥ মছলমান মারিল ছেদা কেনন করিয়া * দুনিয়া
কি চিছ আছে মারিল কোথায় ॥ এই মন বান্দা ছেদা কোথায়
তাতে রয় * দুনিয়া কেনন চিছ বলনা মানার ॥ শুনিতে খাংহস
রাখি নিকটে তোমার *

* মানারের ছাওয়াল *

শুন যোগী মন দিয়া আমার বচন ॥ দুনিয়া জাণিদে দুনি আশুর
মহন * সেই থাক পেট বিটে রাখেন যতনে ॥ নেকালিয়া লিবে
যখন হেছাদের দিনে * যোগী পুছিল ফের মানার ববাবর ॥ কেন
নেতে আশু হৈল কহ একবার * মানার কাঁহল যোগী শুন দেন
দিয়া ॥ কিছু দিনে হুরগী আশু রাখেন পাড়িয়া * আপন বদলের
নোচে আশুকে দাবিয়া ॥ ভুল চুক পাবে নাইদাল বুঝাইয়া * পাবে
ওঠায় বাচ্চা দেখনা ভাবিয়া ॥ সেকপ দুনিয়া আমি লোভের ভাবিয়া
ফের যোগী মানারে ছাওয়াল পুছিল ॥ দাঁত একছ ওল ফের কোথা
ইয়া বল * তামায় মছলমান যখন বাইবে বেহাঙ্গ ॥ দুবা দরজার
নোচে বসিবে সবেতে * তামায় মছলমান দুবা দরজার নোচে ॥
ছায়া তলে খাড়া হবে দরজার নোচে ॥ সে দরজা দুনিয়াতে আছে
কোথায় ॥ বলনা আমার কাছে করিয়া নিশচয় * মানার কহেন যোগী
না জানি খবর ॥ শোনহে আমার কাছে ছাওয়াল তাহার * দুনিয়া
দুবা গাছ আফতাব মাহতাব ॥ শোন যোগী ছাওয়াল বলি মফিক

করিল মাছুদ ॥ তিন্তী হৈতে তিন্তী কৈল তাম্র মৌচুদ * হাও
 তের সেকমে আসি এক কা তরা মানি । নাক কানদন দিয়া কানদন
 কহানি * আয়নাতে যেকপ হয় পান দসাইলে ॥ মূর দেখে মূর
 তাতে ছায়নে ধরিলে * সেইরূপ আদমনি সেকম হাজার । পাড়িলে
 কহানি পয়লা হয়ত আলার * আলার পেয়ারা হয় সেই ও মনি
 হয় নয় দুবো দেখে করিয়া একন * যা বাপের আট চিফ খোদার
 হয় দশ ॥ এহাত ছুদ পয়লা করিলেন বস * বাপের পোষাক
 আসি মায়ের সেকমে । পয়লা করিল যলা সকল আলমে * এনা
 মেতে বুঝি চাই সহজ কথা নয় ॥ কার বাপ কার বেটা কেবা দাব
 লয় * ভেদ কথা খুলি যান কেবা হয় কার ॥ মাবাপ চিনিলে তার
 ঘোচে অন্ধকার * ঠার কথা বলি আমি বুঝিবে সকলি । কাপের
 পেটেতে আঙা পাড়ন কোকিলে * কাক এক খুঁট ভাত তাতের
 কোকিল ॥ কাকের বগলে ঘোমে বড়ই মুকিল * কাকের আঙা
 ফেলি ঝট আঙা পাড়ি ॥ কানু না হয় কাক বাইবেক উড়ি কাক
 এমন খুঁট হয় কোকিল দিয়া ভাজি । ঢকে তার খুলা দিয়া ফেল
 ভোজ বাজি * কোকিল মজায় রয় কাক বেটা মরে । কাক ফলে
 কত দুঃখে পালন তার করে * পালিয়া পুসিয়া বরন মিলন হইল
 আপন আর কোকিল বাচ্চা চিনিতে নারিল * সেহা হইলে বাচ্চা
 উড়িয়া পালায় ॥ কাকের মুখেতে আর মিলে নাহি রয় * আতর
 সভাব যাহা কুহর করে ॥ আপন নছলে গিয়া ফেলিলে আতর *
 আপনি মজায় রয় রমণীর মন হরে ॥ বোঝে রমিক লোক বলি
 সবারে * পয়দাসের কথা হেথা দিলাম ছাডিয়া । লিখিয়া জানই
 আমি কেতাব দেখিয়া * কেতাব মাফিক লিখি শোন মন দিয়া ।
 যোগী বুঝিবে ভূমি খেয়াল করিয়া * যাএর সেকমে পয়লা বাপের
 পোষাক ॥ বুঝিয়া দেখনা যোগী আয়েত কোবনেতে * সে
 জন বোজরগি দিল আদম আওলাদ ॥ আদমে না প্রকাশিলে না
 হৈত বুনিয়াদ * এহার হদিছ এই জন মন দিয়া ॥ আয়েত কোব-
 নের কথা লিখি প্রকাশিয়া *

করে, বলে ছগির কবির যোনাও যখন কহেন মানার যোগী শুন
 সে মাতুরা ॥ একে কহি আমি শুনিবে যে ছারা * আরবি ভাষানে
 ছগির ছোটকে বলে ॥ কবির বড়কে বলে জানিবে নিশ্চয় * এক
 মানুষ ছগির হয় ছে টি বলে যারে ॥ ভাষায় কালম কবির বলেন
 দারারে * কবির ছগির মানি করিবে দয়ান ॥ এই তর ভেদ কথা
 জানিবে সকল * আর বার পোছে যোগী মানারের তরে ॥ আছমান
 মানি কোথা আছে বলনা আনার * মানার কহেন যোগী শোন
 মন দিয়া ॥ মানুষের ছেদ হয় দেখে দিচারিয়া * পী হয় ভগিন ভাই
 শোনহে সকল ॥ এই তর ছেন লিবে কালম দয়ান * ফের যোগী
 পুছিলেন মানারের দাইয়া ॥ তিন শত বটে রম মানুষের দিয়া *
 তিন শত বটে লিবে বজ্রক করিয়া ॥ আলাতাল সব কিছু দিল
 প্রকাশিয়া * যোগী ফের পুছিলেন মানারের মনে ॥ বার চিহ্ন দিল
 যত কি আছে * মানার বলিল যোগী শোন দৈল দিয়া *
 মানার কথা লিখি মানি দয়ান করিয়া * হাসল তৈতে ছের হৈল
 কহি বুঝিয়া ॥ ছর তৈতে হলকুম লিবে যে জানিয়া * জোড়া
 দিহকে দোন দায় পয়লা হয় ॥ ছরতন পোস্ত হয় বলিবে নিশ্চয়
 আছন যে ছিনা হয় কহিবে দয়ান ॥ ছোদলা সেকম হয় জানিবে
 ছতন * মানারের ভাষায় মূল হয়ত নিশান ॥ কুহ ও জুদি দোন
 যোগী হয় রন * দৈল যে ওছন হয় ঠিক ছেনে লিবে ॥ ছত দোন
 কবম হয় বাকি জানিবে * এই দারো দোরজে পয়লা করিল মমিন
 নিশ্চয় জানিবে যোগী করিয়া একিন * * যোগীর ছওাল *
 যোগী ফের পুছল মানার বর'বর ॥ আছমানের তারা যত ঠেকানা
 তাহার * মানার কহিল যোগী শুন মন দিয়া ॥ মানুষের রোঙা
 যত তারা তত দিয়া * ভেদ কথা বলি আমি তোমার গোচরে ॥
 বুঝিয়া লইবে যোগী এসারের পরে * * যোগীর ছওাল *
 ফের যোগী পুছিলেন মানারের মনে ॥ কোথা আছে ভগিন বলনা
 সকল * মানারের বসিয়া আমি আছিত এখন ॥ চলা ফেরা সক
 লের ছয়তো মিলন * এইত ভগিন হয় এইত বুনিয়াদ ॥ এই সব
 কথা বুঝি রাখিবে দয়ান * * যোগীর ছওাল *
 যোগী ফের পুছল যে মানারের তরে ॥ যোগী এখন কি করিছে
 বলনা আমার * আপন বাগা ছেড়ে যোগী এসনা হেথায় ॥ সেও

লৈর জগাব তবে দিবসে তোমায় * একথা শুনিয়া যোগী উঠে খুঁড়া
হয় ॥ মাদার যাইয়া বসে তাহার জাগায় * মাদার কহিল যোগী কি
ছ ওল করিবে ॥ এখন দিবসে জগাব মালুম করিবে * যোগী বলে
হুজুরত বলনা আমায় ॥ গোদা এমন কিবা করে এমন সময় *
মাদার বলিল যোগী তোমায় ওঠাইয়া ॥ তোমার জাগায় মোর দিল
বসাইয়া * শুনেছে ছেদা যোগী বলি যে তোমায় ॥ সব ছ ওল তো-
মার আমি করিলাম সায * এক ছ ওল করি আমি শুন মন দিয়া ॥
দেহনা ছ ওলের জগাব নেলেতে বুঝিয়া * আরজ করিল যোগী
কবুল করিহু ॥ যে ছ ওল করিবে আমি সব যেনে লিখু *
মাদার কহিল যোগী শোন দেলা দিয়া ॥ ছ ওলের জগাব আমি দে ওনা
বলিয়া * আট বেহেস্তুর উপর ডাহিন তরফেতে ॥ কিবা লেখা
আছে যোগী সেই দর ওজাতে * তখন নেলেতে যোগী মালুম করিয়া
এয়ায় গণ সাতে করি ডাহিনে বই ॥ * তওবা করিল যোগী তামাম
এয়ার ॥ বড়ই কামেল পার বুঝি মাদার * লা এলাহা ইলাহা ইয়া
মাদার রাহুল্লা ॥ সকলে পাঠিয়া কলমা বল আখিনম লা * মোছল
মান হৈল যোগী এয়ার তামাম ॥ আচ্ছলাম আলে কুমটেকল আলে
কম ছালাম * মাদার রাখিল নাম কাজি সাতা বলিল ॥ মোছলমান
বল সব আখিনম * কাজিকে মেদায় তখন ছেদের এনাহি ॥
এই নাম পড় তুমি আর কিছু নহি ॥

এয়াছ ২ এয়ামানাহ লা এলাহা ইলাহু * পাড়বে সন্ত নেলে
লা এলাহা ইলাহু * পাচ অজ নাম তুর কয়ক সময় ॥ বাইন বার
পাড়বে সে বলিহু তোমায় * এয়াতে তোমার দেল যাইবে খুলিয়া
এই সব নছিহত তামাম শুনিয়া * কবুল করিল সব নছিহত কালম
এই আরজ পূরা হৈল সকল তামাম * এই আরজ করি আমি
তোমারে জনাবে ॥ নাগা ওর দেশ মোরে বখসেস করিবে * আমাকে
বখসেস কর নাগা ওর দেশ ॥ করিব আলার ছেদের হইয়া * আমাকে
মাদার বখসেস কৈল নাগা ওর দেশ ॥ এই যানে আলার ছেদের
করিবে তায়েস * যে দোণা করিহু আমি ইমান বাহাল ॥ জনম
পাকিবে সুখে হইবে নেহাল * যোগীর কেছা হেথা হইল তামাম ॥
মোছলমান ভাই মদে আমার ছালাম * অখীন ছালাম আমি বড়ই
নাচার ॥ দিনদার মোছলমানে ছালাম হাজার নবিসীর চরণ বিনে

নাহিক নিম্নার মোহরদেহ দিহনে বরসা নাহি আর *

* ২ দোছরা সওয়াল *

হকরত হালার সাহদকে হাওয়ানা বদরদিন ফাডেল তিন

শত যটি সাপারদেহ হাওয়ানা সওয়াল করে তাহার বয়ান *

পয়ার * শুন২ দিননার কারিয়া খেয়াল ॥ দোছরা ফাডেল এক
করিল ছওয়াল * কিন শত বাক সাপারদেহ হাওয়ানা তাহার ॥ বড়ই
ফাডেল ছিল নামে নামওয়ার ক বদরদিন কনুজ যে ফাডেলের
নাম ॥ সর্বগুণে গুণোমতি বাক গুণোমতি * বদরদিন গিয়া সাহা
সাপারদেহ হাওয়ানা ॥ কনুজ বাকি কিয়া বলে সওয়াল মোর আছে * সাত
আওতাদ সাপারদেহ বলে বলনা হকরত ॥ মানর বাবা দোচায়ে দাও
করিয়া নেহাত * শুন শুনে বদরদিন করিয়া খেয়াল ॥ আওতাদ
বলে নেহাওয়ানে শুনায়ে হাওয়ানা * আওতাদ যেমন আবদাল
হাওয়ানা পির ॥ সাত আওতাদ সাত সাপারদেহ করি স্থির * শুন শুন
শুনে ফাডেল তাহার বয়ান ॥ আর কিছু বল ছওয়াল করিয়া ধিয়ান
আর সাত মোকাম যে অজুন হাওয়ানা ॥ নেহাবান আছে তাতে
ফেরেতা আর * অজুনতে এক রাস্তা আছে যে ঘেরাও ॥ সাত
আওতাদ নেহাবান করিল মেলাও * সাত ঘরে সাত ফেরেতা
আছে নেহাবান ॥ আর সাত দিন তাতে করিল নিদান * সাত২
বহুত সাত মেলাও আছে সাত ॥ তার দিছে আছে আপে পাক-
তাতে * লালিয়া ইল্লালিহা মোহাম্মদর রাছালোলা ॥ কিরুপে হইল
পালা লালিয়া ইল্লালিহা * বদরদিন ছওয়াল পুছে ছামনে মাদার ॥
পাহেলাতে হাসরেতে কানিদে কে আর * পাহেলাতে হাসরেতে
কানিদে ভূমিন ॥ আওতাদ নিদেন হেছাব রব্বেল আলামিন *
ভূমিন কানিয়া করে হালার লরগায় ॥ কি গোনা করিতু আমি আজাব
কেন হকরতদান নাতি দিনে মুখবোল চলে নাই ॥ কেমনে আজাব
মোরে করিল গো সাই * কিছু না ভূমিনে করিয়া দ হেছাবে
কালে ॥ নাফিছ হো নাফিছ বোল বলিবে সকলে *

* ফাডেলের ছওয়াল *

বদরদিন ফের পুছে মাদারে সওয়াল ॥ এইবার জ্ঞাব দিয়া কর না
নেহাল * আকতাব হাওয়ানা তারা কিয়া নাম ধরে ॥ বল না মাদার
সাপারদেহ খুলিয়া আহারে * আকতাব হাওয়ানা দুই সেতারা জানিবে
সাই মাদার ॥

একের নাম আসদ তুমি দেলেতে বুঝিতে * দুয়ের নাম আছাবি
জানিবে নিদান ॥ এই তক বলিযে শুনেহে সন্ধান * আফতাব
আছমানে থাকে মাহতাব তার সাত ॥ দুই জনা ঘুমিতেছে মিল
দিন রাত * ছরতান ছোসনা দুইছে তারার নাম ॥ দু ফেরেস্তা নেঘা
বান আছেন মোদাম * দিবা রাত্রি ঘুমিতেছে জমিন আছমান ॥ দিন
রাত দু ফেরেস্তা আছে নেঘাবান * নীচে উপর ঘুরিতেছে চরখির
মেছাল ॥ দু জনা ফেরেস্তা তাতে লাগা হামেহাল * কি প্রকারে
হলে ফেরে না পারি বুঝিতে ॥ এক হৈতে চলে ফেরে জানিবে
দেলেতে * এক যদি না হইত উপরে সবার ॥ কিছু নাহি হৈত
পয়দা আলার বাজার * এক হৈতে হৈল মোহাম্মদ ছারে জাহান ॥
একের মালিক হৈল পাক ছোবহান * আছমান জমিন পয়দা
আরস, কোরস ॥ এক হৈতে দরিয়াতে মারে কাতা ছোস *

* ফাজলের ছওাল *

মাদারে পুছিল ফের ছওাল দোবারা ॥ কয় নুর আছে সাহেব
বলনা মাফেরা * মাদার বলেন নুর পাচ পয়দা কৈল ॥ আল্লাতলা
পাচ নুর নিফ নুব দিন * ছিয়া ছফেন জরদ সবুজ পাচ নুর ॥
এই পাচ নুর আলার যেলাও জহুর * ফের পুছে বদরদিন মাদার
ছামনে ॥ এই পাচ নুর যেলা আছে কোন খানে * যে রং দেখিবে
এখন নফর করিয়া ॥ সব চিহ্ন আছে নুর যেলাও হইয়া *

* সওাল *

বদরদিন পোছে ফের মাদার সাধনে ॥ এই সওাল করি আমি
ভাবিয়া এখানে * দুই তিন নেকা হয় আওরত মর্দির ॥ কারসাতে
হবে দেখা নিদান আখের * দুনিয়া ছাড়িয়া আকে আগেতে মরিবে
তার সাতে সেই বিবী সেধায় মিলিবে * সেই মরদের সঙ্গে
হইবে দিদার ॥ এ কথা বুঝিয়া লিবে সত্য যে আমার *

* সওাল *

বদরদিন আরজ করে মাদার বরাবর ॥

কয় যোকাম কোন ঘরে হয়েছে গোলদার * আওল মকাম হৈল
মোহাম্মদের নুর ॥ ছে তারার উপরেতে করিল জহুর * দুয়েমেতে
নুর লিয়া রাখিল বেহেস্ত ॥ ছিয়মে নুর রাখেন আদম পেসানিতে
চাহারমে নুর রাখে পোস্তে আবদুল্লাহ ॥ পঞ্চমেতে রাখে নুর পেটে
আমেনার * সময়ে ঐ নুর লিয়া আইল কবরে ॥ সপ্তমে ঐ নুর লিয়া

রৌহ মহাম্মদের * আপনার নুরে নুর মোহাম্মদের নুর ॥ ছেপাইল
সাত কাপায় মোহাম্মদের নুর * এই সাত নুরে হৈল মুকাম সাতঠাই
বুখিয়া দেখাহ অল্লা কেমন গোসাই * এই সাত সাতদিন জাহের
হইল ॥ মোহাম্মদের নাম হৈতে সব প্রকাশিল * না হইত মোহা-
ম্মদ অছমান ছমিন ॥ কিছু নাহি হৈত পয়দা জানিও একিন *
মোহাম্মদের করনেতে দানিয়া আদান ॥ না হইলে মোহাম্মদ সকলি
বরদান * অল্লা তালার নুর হৈতে মোহাম্মদের নুর ॥ তার নুরে সব
নুর পাইল জহর * পীর গেল গওছ কুতুব পয়গম্বর ॥ মোহাম্মদের
নুরে সব করিল পরওয়ার * দলরদিন আরু করে মাদার বরাবর ॥
আমাকে তালকিন কর ছালাম হাজার * মাদার পড়ায় তারে
ছেকের আলার ॥ এই ছেকে কর দুমি হইয়া ছমিয়ার * এয়াছ
এয়ামানাহ নাএলাহা ইলাহ ॥ সবতে মেলাও আছে ছেকে
হইছ * পাচ ওজ নামাজ ককরের সময় ॥ বাইস বার পড়িবে
এটা বলিযু তোমায় * আর এই দোত্রা দুমি আমল করিবে ॥
অবশ্য খোদার ভেদ দেখিতে পাইবে *

* তেছরা ছওল পীর ও মুরিদে ছওল জওব *
পীর ছন্দ * মুরিদ ছওল পুছে হইয়া ছমিয়ার ॥ বাতাইয়া
নেহ পীর ভেদ সমতার * কোন মোকামে কোন হরফ নকুমা
কিবা আর ॥ কোন দোত্রা পড়িলে হয় রোসন দিদার * এতেক
শুনিয়া মদার কখন তাহারে ॥ দেল লাগাইয়া বাবা পড় এ
দোত্রারে * তারিক দেলের বাবা ছুর হইয়া জাবে ॥ তফলির
নুর তবে আসিয়া পৌছবে *

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعل لنا اشهد والاه صلاحا اخررة فلاحا برحمتك
يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اشهر كلسلا ما
وسلامنا امننا امننا وعصمه بعافيه وعفه وصحة وسلامنا
وفلاحا ونجا وفلاحا برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم اجعلنا من اشهر رحمة وبركة وعصمة وشهر
 عبادة وشهر عبادة وشهر كعبته برحمتك
 يا ارحم الراحمين

* বিছমিল্লা হের্ রাহমা নেহ্ রাহিম *

আল্লাহুমা আল্লায়ালনা আশহাদো ওলাই ছালাহান আশেরাতো
 ফালাহান বেহহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন * আল্লাহুমা
 আল্লা হাফাস শাহারা কাল্লাই ছালাহা ও ও ছালাহান উরাতান
 আমাতান ও ও আছমাই বেয়াকিহে ও আফু ছাহাতা ও
 ছালাহা ও ও ফালাহান ও নাজাহান ও ফালাহান বেহহমাতেকা
 ইয়া আর হামার রাহেমিন * আল্লাহুমা আল্লা হাফাস শাহারা
 রাহমানো ও কারকাতো ও আছমাতো ও শাহারা ছাহাদাতো ও
 অসাহারা এবালাতো ও শাহারা কবাতম্ বেহহমাতেকা ইয়া আর
 হামার রাহেমিন *

* মুরিদেহ ছালাহ *

কোন মকামে কোন মেকের দাত ও আমায় । কোন দাতি কলে
 সেবা রৌসন কেয়দা হয় ভেদে কদা গুলিয়া পৌর দেহাদে আমায়
 নকুসা করিয়া আপে দেহাইদে মোর * মাদার বলেন দাবা না
 চাঁড়িবে ভূমি । নকুসা করিয়া তোমার দেহাই দর অমি * ভেদ
 কদা লেহ দাবা সুনহে সন্ধান । দেহেভে পাবিয়া লেহ করিয়া
 ধিয়ান * আউওল মোকামে রৌসন হয়তো মেনাম । তাহার
 নকুসা এই দাবা লিখি যে তাযাম * পাহেলা মোকাম ছের দেহ
 নিরক্ষিয়া ॥ ছ শব্দ বিচখানে দেহ তাকাইয়া *

مقام اول



* নন্দমা পাহেলা মোকামের এই *

* পয়ার * আউল মোকাম এই ছেরকে জানিবে ॥
 তাহাতে রৌসন এই দেখিতে পাইবে * দেলেই এই ছেকের
 হামেসা যোগায় ॥ শুন বাবা যেমান কর বলি যে তোমায় * এয়া
 করিম এয়া রহিম দেলের ছেকের ॥ নাছুত মোকাম বাবা জানিবে
 মোকামের * আছরাইল কেরেয়া তাতে আছে নেঘাদান ॥ আব
 আতম থাক বাদ আছেত যোগান * এই চারের বিচেতে বাবা
 হামেসা রৌসন ॥ ছেকের কারেব বাবা লাগাইয়া যন * হামেসা
 বাতি আছে ঠাণ্ডা নাতি যন ॥ মেহনত করিলে বাবা দেখিবে
 নিশায় * নাহল'তা ইল'লা ছেকের করিবে ॥ দুই দরজার বিচে
 নেঘাও করিবে * ছাক করিবে আগে আপনার দেল ॥ যত কিছু
 বলিলা বাবা করিবে বাতুল * যখন দেখিবে বাবা নয়নের পানি
 রহমত হইবে বাবা যন মেরা বানি * মকছেদ হাছেল হবে খোড়া
 দিন বাদ ॥ মেহনত করিবে বাবা না হবে বদবাদ * তবেত জানিবে
 বাবা রাহা আছে খুলে ॥ সেই এক মেহনত করিবে দেলেই *
 দারল ফানা বাবা দখিবে তখন ॥ সেই এক জানিবে বাবা নিকটে
 মরগ * এই বাতি এই ছেকের রৌসন দেখিবে ॥ তবেত দারলবাকায়
 মোকাম হইবে * মোকাম মোকাম বাবা কামেস হইবে ॥ তবেত
 মোকাম মোকাম দিলার পাইবে * দুই দরজার বিচে আছরাইলের
 দারল ॥ বাহ মোকাম তাতে পাঠি মক্কাম * আগন্তু যোগাতু তাতে
 এই মনান ॥ নিবন্ধন করিয়া বাবা দেখিবে নিদান * দেলে
 জানে এক জ্ঞান হইবে তোমার ॥ গোপনের চক্ষু তখন ভিতর
 পহার * দেখিতে পাইবে বাবা অন্দর বাহার ॥ কিছু না থাকিবে
 গোপন দেলেই তোমার * বাতনের চক্ষু দোন দুনিয়ার
 কারবার ॥ বাতনের চক্ষু আছে দেখিতে দিলার * দুনিয়ার
 চক্ষু যখন মুদিত করিবে ॥ গোপনের চক্ষু হৈতে সব দেখা
 পাবে * গন্ধ সুবাস দেখ গোপন হৈতে রয় ॥ ছায়নের চক্ষু দেখ
 ছায়নে দেখায় * মুঠিতে কি আছে তাহা নাপায় দেখিতে ॥ অন্ধকার
 দিয়াছে দেখিতে * নোছরা মোকাম বাবা দেখ ঠাইবিয়া ॥
 নাভিধল সে মোকাম দেখ বিচারিয়া * নজর কর নিচে দেখ জ্বলে
 এই বাতি ॥ সে মোকামে বাহবে যখন কেহ নাহি সাতি * দুখ

সুখ খেয়ে বাবা যদি পারো জেতে ॥ নিরাজন কৰ্ত্তা এসে আছে ন
তা হাতে * সে মোকামের এই রূপ দেখে নজরে ॥ এই রূপ
নকসা বাবা আছে সেই ঘরে *

• مقام دوم •



* নকসা দোহরা মোকামের এই *

পয়ার ছন্দ * দুইয়েম মোকাম এই নকসা দেখ তার ॥
সে মোকামের এই হাল দেখ ববাবর * এই মোকাম নাভির ভিতরে
আছে নাভি ॥ যে মোকামের অন্ত নাই বায় তাতে বাবি * আরক
তাহার যত পেটের মাঝার ॥ বোঝে রসিক লোক কি বলিদ আর
এতো সামান্য নহে খুলিবার কথা ॥ শুনিলে শুয়ায় ছাতি ধরে
এসে মাথা * এই মোকাম মলকুত হয় নেদাও এছরাফিল ॥ জেকের
তা হাতে বাবা বড়ই মুশ্কিল * সেই ঘর হাওয়ার হয় ছজা রহ তার
সে মোকামের জেকের বাবা হয় এ প্রকার * ইল্লাল্লা জেকের ওঠে
শুন হামেহাল ॥ সে মোকামের দুই দরজা করবে খেয়াল * দুই
ছোরাখ নাকের তার বিচেতে রোসন ॥ আফতাব মক্কাগান বাবা
কোরেছে কিরন * সেই জোতে জাহানে রোসন করিয়াছে ॥ ভেদ
কথা সব এখন কহি তেরা কাছে * ছালেক হইবে যদি হামেসা
মসগুল ॥ রুহ কালেবের সাথে মজিবে বিলকুল * জেকের করিবে
তুমি লাগাইয়া দেল সহজ না বুঝিবে তুমি লাড়কাইর খেল * বাহার
দমেতে লাএলাহা দাখেল করিবে ॥ ইল্লাল্লা বলিয়া দম ভিতরে
মারিবে * রুহের ঘরেতে আপন দমকে রাখিবে ॥ রংপুর সব ঘরের
দুয়ার খুলে জাবে * সব ঘরে দেখিবে লাএলাহা ইল্লাল্লা ॥ গাছ
পালা পক্ষ আদি জেকের আল্লাহ * একের আগুন যখন দ্বীপুন
জুলিবে ॥ সে ঘরে আল্লাহ সাত সাফাত হইবে * সাবধান করি বাবা
ছোড়া নাকো হাল ॥ সে আগুনে পড়িলে তুমি ঘটিবে জজাল *
তেছরা মোকামের কথা শুন বাবাজান ॥ শুনিলে মুশ্কিল হইয়া হইবে

হয়রান * নজর খুলে দেখে বাবা কি হরক আছে ॥ সব কথা খুলিয়া
যে বলি তোমার কাছে * কি প্রকার সে মোকাম করছে খেয়াল ॥
এ সময় ইমান তুমি কর না বাহাল * ছায়াদ আলি বলে আল্লা
ভরসা রচুল ॥ মোরসেদ হইলে ভাল বাজায় দুকুল * তেছরা
মোকামের হাল শোন বাবাজান ॥ খেয়াল করিয়া শুন তাহার
সম্ভান * শোন যত দিনদার খোদার মকবুল ॥ যজবুত করিয়া
দেলে করহ কবুল *

● مقام سوم ●



* নক্সা তেছরা মোকামের এই *

রাগ পয়ার * এ মোকামের নাম বাবা জানিবে অবরুত ॥
মেকাইল ফরেস্তার তাগে জানিবে বশত * পানির মালেক তারে
করিল জলিল ॥ বাবামা নেঘাবান তাতে আছে মেকাইল * আবে
হায়াত তাতে দরওয়াজা আছে দুই ॥ রহ তার ছফেন হয় দেখিতে
এহা পাই * দুই চক্কু দরজা নিশ্চয় জানিবে ॥ অন্য কিছু খেলাক
বাবা এহাতে না পাবে * পানিতে জেন্দগী বাড়ে পানিতে জাহান
আবান কশল হয় পানিতে গোছরান * পানি যদি না হইত নিকট
মরণ ॥ পানিতে হায়াত তাচ্চা শুন বিবরণ * দুই চক্কুর মধ্যেখানে
দরওয়াজা নির্মাণ ॥ সেই খানে মেকাইলের আসন সাজান * পানির
রহ ছফেন তার জানিবে সম্ভান ॥ জেকের করিবে তাতে হয়ে সাব
ধান * আলার জেকের তাতে নজদিগে জানিয়া ॥ তাহার হাদিছ
শোন লিখি প্রকাশিয়া * এ মোকামে এই জেকের ওঠে হামেহাল
বুঝিবে আপন দেলে করিয়া খেয়াল *

● مردنا فتل فكا ناكاب قوسین اوانا ●

এই হাদিছের গান শোন বাবাজান ॥ নজদিগে হাজের করি

নয়ান নয়ান * চক্ষুর উপরে আরও ভুরু বলে যাবে ॥ তার নীচে
দুই চক্ষু দিল যে তোমারে * চক্ষুর ভাব যেমন জানিবে সমান ॥
সেইখানে পাবে তুমি আলার মোকাম * চক্ষুর উপরে দেখ বলক
দেখায় ॥ মেহনত করিয়া বাবা অবশ্য পাওয়া যায় * সেখানে
স্বর্গের স্থান উপরে দেখিবে ॥ ছেরেতে রং খেচা তাহাতে পাইবে
মাথা মগজু কহ আরামের স্থান ॥ চক্ষুর উপরে স্থান জানিবে
সকান * কহের সঙ্গে বাবা তার রংগের সহিতে ॥ মাথার মগজু
আরাম কহের জন্যেতে * উপরেতে দুই চশমা মোকামের সাত ॥
বেলেতে গাখিও বাবা না কর তফাত * তাহায় রংগের ছের
আগে জড়াইয়া ॥ মাথার ভিতর মগজু ভরতি করিয়া * উপরেতে
দুই চক্ষু নামিকার নীচেতে ॥ এই মকাম সেইখানে জানিবে বেলেতে

الرجـ على العرش استوي

* ছোলতান নছির মি গোয়েদ কানালাহো ভায়ালা *

* আর রাহমানো আনাল আরমেছ তাও—মি তফকর *

* ছপরে ছপরে দর বাতেনে তাছাওর কুনাদ *

ছোলতান নছির মোকাম আরগ আলার ॥ খেয়াল করিবে বাবা
কুখা যে আমার * নামিকার মধ্যখানে ছোলতান নছির ॥ ঐ
মকামের বাবা সোন সে মাছেরা * বড় শক্ত এ মকাম কঠিন
জানিবে ॥ চক্ষুর করিবে বাবা ফেকের ছাড়াইবে * সাবধান করি
বাবা পাছে নাহি ভরো ॥ বেলেতে মজবুত হয়ে তবে কাম করো
উপরে খেয়াল হবে করিয়া দেখিবে ॥ আমি তুমি আপন পর ওয়
হয়ে যাবে * খোদাতে খুদি হবে মোকছেদ হাছেল ॥ সেই ওজ
জানিবে তুমি ওইবে কামেল * পোছিবে তহতলি অজিম উপরে
রৌসন ॥ দেমাগের মধ্যখানে শুনো বিবরণ * দুই চক্ষুর উপরেতে
এই যে মোকাম ॥ নাকের দাসতে শুনি আছেত মোদাম * ছোল
তান নছির নাম শুন সে দয়ান ॥ সোলতান আলার নাম জানিবে
নন্দাম * নছির আলার বারাম শুন বলি আমি ॥ এইখানে ঘুরে
ফিরে বুঝিবেক তুমি * আলাতলা ফরমালেন আপনা জোদানে
আমার আরস আর বসিবার স্থানে * ছোলতান নছির স্থান
জানিবে সকান ॥ আরস কামেম তাতে নাম যে রহমান * আমার

অসর ছেঁচা নাই ক'র স্থান ॥ মালক গাফুর আশি রহিম রহ-
মান ॥ রহমত নব্বিল জান তাহার আসন ॥ চক্ষু গুলে দেখ বাবা
দ্বির করি মোন ॥ আসা যখন আপনি আপন ছদানে ॥ ফরমিয়াছে
আল তালি অযত কোরনে ॥ যেহা ক'ছে আসিবে যে সকান
বলি ॥ ভোয়া হৈত হুনা ক'র ক'র নাহি হৈত ॥ খোড়া ফেকের
করো তুমি বাহনের সাত ॥ যেহাল করিবে তুমি প'বে মোলাকাত
কমে সে ছাতিবে তুমি চনিয়ার আসা ॥ যেহাল করিলে তুমি না
হবে নৈরাসা ॥ রহমত মোফল এক ছেঁচের উপর ॥ যগজের মধ্য
থান পার্শ্ব নহর ॥ দ্বির হয আসে প'নি সে মোফল বিচে
জাল বর্শি হয়ে রগ নিশিয়া যে আসে ॥ রহমত কেটেবা এক তাতে
প'নি হুনা ॥ রহমতের প'নি সেই ছাতিবে ম'জুরা ॥ পারা যেন
রহিয়াছে কেটেবা বিচে ॥ দেখিবে যেহাল করে যবে আগে পিছে
উপরে করিলে নেলা নেয়ার বাহার ॥ টেক ক্রি নুরের কিবা পার-
সার ॥ চক্ষু নাহি যব যব সেই পারার পর ॥ যেহাল করিবে তাতে
লাগিয়ে নহর যব পারা জানবে যে বিলির মাকক ॥ এই সব
কথা বাবা মোনে রেহা ঠিক ॥ তাহার যেহালে তুমি গাফেল না
হবে ॥ এই সব কথা বাবা মনেতে রাখিবে ॥ আর এক নেসানা
তার মোন বাবা জান ॥ সব লাকাত কুল তার রয়েছে খিলান ॥ সে
সব যেহাল তুমি নাহক ছাতিবে ॥ যেহনত করিলে বাবা মজুরি
পাইবে ॥ আর এক মালমত দেখিবে তাহার ॥ ক দানা মতি জান
বড় আদলার ॥ যেহাল করিবে তুমি তাহার উপর ॥ দেখিবে যখন
বাবা তরিয়া নহর ॥ সেই মোকামের কথা কহা নাহি যায় ॥ বলিয়া
বহন করে সাধ্য ক'ছে কায় ॥ সেই আব মতি ছোতে চক্ষুর
রৌশন ॥ সেই মোকামে গেল বাবা দেখিবে তখন ॥ ফোকা
মিসা দুই চক্ষু দুই নরজায় ॥ লাগাইয়া দল ঘালা জানেবে সবায়
সে মোকামে আপন মোরসেলের রূপ ॥ যেহাল করিবে তুমি মিসা
ইয়া রূপ ॥ যেহনত করিবে গুর লাগাইয়া বেল ॥ তবেত হইবে
বাবা বড়ই কামেল ॥ ফানা ফিল ৩ নাকর রচুল জানিবে ॥ 'মেহ-
নত করিলে বাবা চক্ষু গুলে যাবে ॥ আগে ফানা ফিল বাবা
নিশুর মোকাম ॥ আপনাতে তুমি তাতে জানবে মোদাম ॥
তখন হহার ম'নি দেল লাগাইয়া ॥ মোরসেলের তরে ফানা লইবে
সাহ মালার ॥

জানিয়া * আপনি হইবে ফানা নেস্তু নাদ ॥ নেস্তু ৩ নেস্তু তিনি
আপনি গাবুদ * আপনি যে নেস্তু বাবা হয়ে যাবে ছারা ॥ তবু
তাহার তুমি পাইবে এসারা * রূপে রূপ আপনার রূপ মেশাইয়া
স্বাবধান করি বাবা চলিবে বৃক্ষিয়া * মোরসেনের রূপ ফানা যখন
জানিবে ॥ সেই ওক আপন যে ফানা হয়ে যাবে * আপে আপ
মোরসেন যবে একরূপ হইবে আল্লাহর সাদে তখন মিসিয়া যাইবে
পানিতে পানি যেমন চেনা নাহি যায় ॥ সেই রূপ হবে তখন বলিব
তোমায় * ছালেক হইবে যদি কাম কর তার ॥ তাহেমা মসগুল
হবে ছেকেরে তাহার * ফেকের ছাড়াইয়া ফেকের করোই ধিয়ান ॥
মরাকে বায় বসে ছাক করো দেল জান * আইনার মত ছাক দেলকে
করিবে ॥ দেল জান একদারে মিশিয়া যাইবে *

قال النبي صلى الله عليه وسلم من تفكر ساعة
خير من عبادة الثقلين

কালান্নাদিও ছাল্লালাহো আলায়হে ওচ্ছলামা যান তাককারা

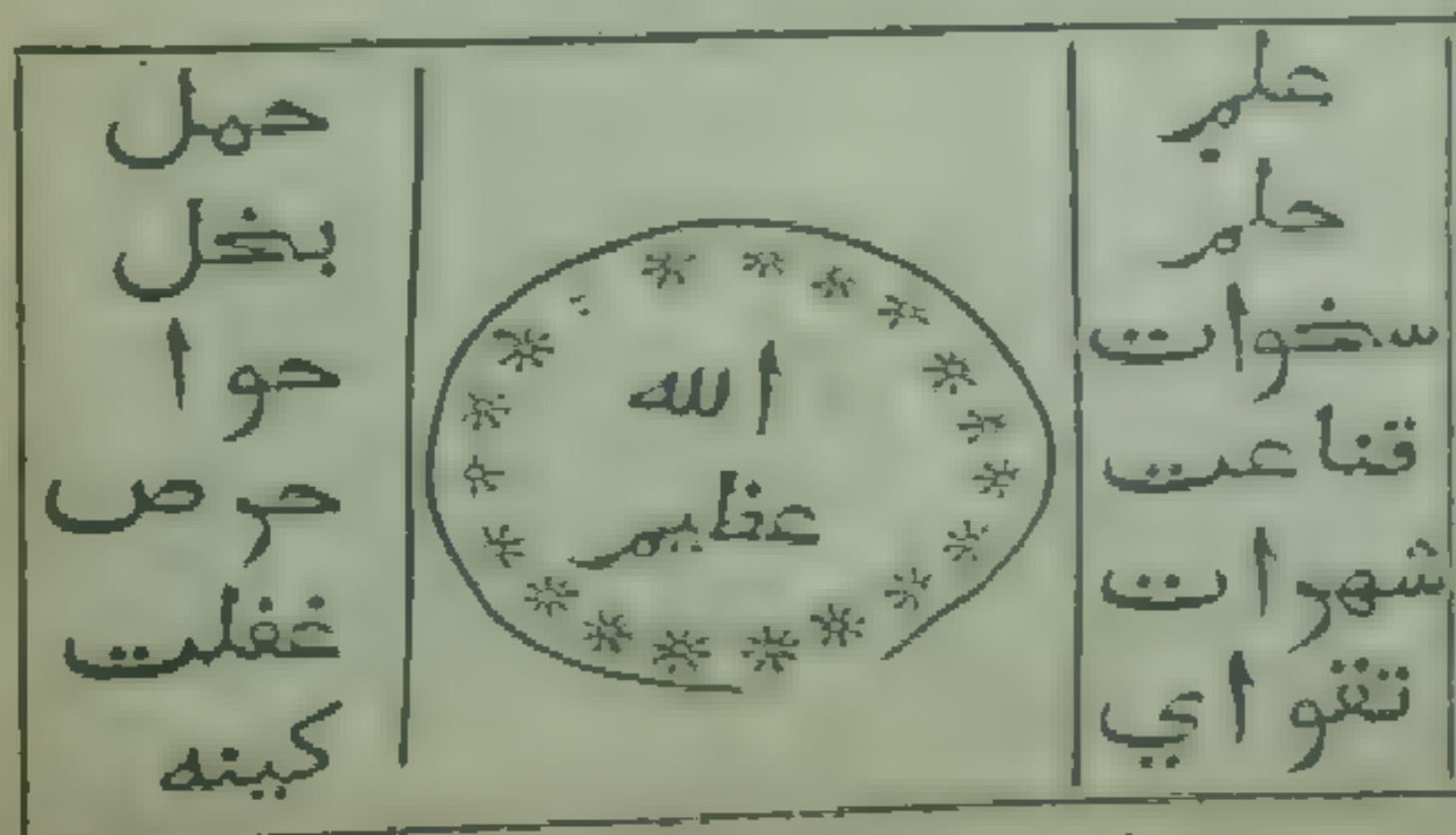
ছায়াতা খাএরোম মিন এবাদা হেচ্ছাকালান

ছালেক হইবে যদি সিধা রাস্তা ধরো ॥ মোরসেনের ছুরত তেরা
দেলের ভিতরো * খুব ভাতে নজর করে ছুরত দেখিবে ॥ অন্য
খেয়াল কভু নাহিক করিবে * মোরসেন কে ফানা যবে দেখিবে
নজর ॥ তার সাদে ফানা রূপে মিসো একসুরে * তার পরে
ফানা যবে আল্লাকে জানিবে ॥ তিন রূপে এক রূপ মিশিয়া যাইবে
তখন যে আপনাকে চেনা হবে তার ॥ মোকছেদ হাছেল হবে
দেলের তোমার * মনছুর আল্লা যখন নেস্তু হইয়া ॥ কিবা
মুছবত লিল কামেতে সাহিয়া * তবে তার মগুল বাবা হাছেল
হইল ॥ আয়নাল হক বোল মুখে সদত উঠিল * সুলি পরে
খেচা গেল মালুম না ছিল ॥ আয়নাল হক বোল যে নাহিক থাকিল
সে রূপ হইবে যবে গুচে যাবে ধান্দা ॥ মেহনত না করিবে সতত
রবে আকা * ছালেক হইবে যদি মোরসেনের রূপ ॥ দিবারাত্রি
ধিয়ান করো দেলেতে সে রূপ * যখন হইবে দৃষ্টি রূপের পরি-
চয় ॥ অন্যর বাহার রূপে হবে দেবালয় * তখন জানিলে বাবা মত

লব হাছেল ॥ মর লব হাছেল না মর মরুল ॥ দো ছাহান এক
 ছাহান আলার দিয়ার ॥ তবত হইরে হাছেল মরছেদ তোমার
 ফেরে সে আরছ করি মরু করু মোরে ॥ কয় দৈল আমার যে
 হুতুদ মারুদ ॥ শোন ২ তার বাবা শোন দৈল দিয়া ॥ চারি দৈল
 আরছ তেরা হুতুদ মিলিয়া ॥ তার দৈলের কথা এবি শুন য়োন
 দিয়া ॥ হোস গোস চাই বাবা বলি প্রকাশিয়া ॥ আউওল দৈল
 মরুরি মারুদ মরু ॥ সেই দৈল আরছ বাবা তোমার গরু ॥
 মাহ তবতের ছুরত বাবা খেয়াল করিবে ॥ মারুদ মরু বিচে দেখিতে
 পাওবে ॥ সে মরুদের এই আল এইত নিমান ॥ চক্ষু খুলে দেখ
 বাবা তবতের মরুদের মনে যে কাল হয় গোয়ার মেছাল ॥ দুই চক্ষু
 কাল হয় বলি হামে আল ॥ সেই চক্ষু কাল রূপ চান্দ্র চমক ॥
 ছোপের বিচে মোকাম জানিবেক হক ॥ চান্দ্র মতন দৈল
 মলমল করে ॥ খেয়াল করিয়া বাবা দেখিবে অন্তরে ॥ ছিওম দৈ-
 লের কথা শোন বাবা জান ॥ সোনালি নাম তার সোনহে সন্ধান ॥
 সোনহুয়ি নাম বাবা সোন দৈল দিয়া ॥ ফলের নাম সোনরি বলি
 প্রকাশিয়া ॥ কানের মোকাম সেই ছোপের বিচে ॥ সেইকুল আরছ
 সেদা নতি চিচ নিচকলাল কুল কুঠিয়াছে পান্দর মেছাল ॥ পাতায়
 পাতায় লেখা উলুহ আল ॥ আসরফি সোনার মত খেয়ালে দে
 য়িবে ॥ সেই ত দৈল তলখ অন্তরে জানিবে ॥ মতাকেল আছরাইল
 দেখ দৈলে আরছ ॥ এবদত কর বাবা ভয় কিবা আরছ ॥ চাহারন
 দৈল আরছ মরু তাহার ॥ নিল ফল কুল তাতে রজ যে লিলার
 তাতে খেয়াল বুঝি করিবে যে ছাক ॥ সেই দৈলে মিসে যাবে
 মরুদো মেরুদো মারুদ রৌদন তাতে দেখিতে পাইবে ॥ সেই
 দৈলেতে আলার ছোকর উঠিবে ॥ কোদরত আলার জান বুঝে
 ঠোঁড় ॥ কেবা নাম লেয় তাতে উঠে কি প্রকার ॥ আপনার
 দুই চক্ষু আপনি মূন্দিবে ॥ বাহুনের চক্ষু খুলে ভুবিয়া দেখিবে ॥
 সেই দৈলে দুহুচক্ষু মরু মিশিবে ॥ আলার রূপে তখন আপনিমিষে
 যাবে ॥ মোরসেনের রূপ বাবা হাছের জানিয়া ॥ সেই রূপে আপ-
 নার রূপ মেলিয়া ॥ তবত হইবি বাবা কামেল ওজুদ ॥ হাছেল
 হইবে তেরা মাহুদ মোজুদ ॥ মোরসেন খুলিয়া বল কয় রূপ আরছ ॥
 কোথায় ঠেকানা তার কেবা কোথা আরছ ॥ সোন বাবা দৈল

নিয়া কহের খবর ॥ খেয়াল করিলে বাবা করিয়া ছবর* তিন কণ্ড
আছে বাবা সবুরের মাড়ে ॥ চক্ষু খুলে দেখে বাবা বসিয়া মণ্ড
আমিন মুকিম যারি তিন কহের নাম ॥ প্রকাশ করিয়া দিগু দুই কণ্ড
কাগু* যারি আছে দেলে তাহা মোনহসকান ॥ মাথার মগছে আছে
তাহার গোছরান* আমিন নাভির দিও না আছে বাহার ॥ ছাফার
রূপেতে আছে ছাগনে সদার* উপরেতে খেয়াল যবে করিয়া
দেখিলে ॥ আমি তুমি আপন পর শুম হয় যাদে* খুদিতে খুদি
কবে মকছেদ হাছেল ॥ নে বকে জানিবে তুমি হইবে কামেল*
পৌছিলে তাহতল আছিম উপরে বোসন ॥ দেয়াগের মধ্যখানে
শোন বিবরণ* তার এক নক্সা লিখে দেখাই তোমারে ॥ খেয়াল
করিলে বাবা আপন নজরে* এক মোকনে যাগা বাবা বড়ই কঠিন
তাহনে বায়ে খেয়াল করে দেখিলে মামন* এই সব ছাতিলে বাবা
হইবে ছালেক ॥ বাঁচিয়া চলিলে তুমি হইবে মালেক* অধীন
ছায়াদ বলে মোরসেন বড় মন ॥ মোরসেন বিহনে কার না হবে
সাধন* এক রূপে চার রূপ নোখবে অগকপ ॥ পরা মতি বিফলী
ফুল একে চারি রূপ* মোকামের নাম বাবা ছোলতান নছির
আল্লার বারাম তাতে জানিবে নিকর* তাহার নক্সা এই লিখিয়া
জানাই ॥ চোঠা মোকাম এই তেরা আগে কই*

চাহারম মোকাম এই নামেতে লাইত ॥ তালক জিবরিল তাতে
আছেন ছাবুত* আসা যাগা হয় তার হাকের পরেতে ॥ যতো



কিছু কারবার কিবরিয়া হইতে কহিলিয়া আসা যাওয়া খবর পৌছায়
আলা আলো ফেরার বড় পেয়ারা সে হয় * থাকের মালিক হয়
কিবরিয়া ফেরেয়া। লেনা সোনা মত কিছু করেন আরাস্তা *
রৌসনির উপরে রৌসন এই যে মোকাম ॥ থাকের রত্ন ভরণ হয়
জানিবে তামাম * হুজ জেকের উঠে সেই যে মকাম ॥ ভুলে নাই
রত্ন দাওয়া আলো ফেরার কাম * তাহার হানিছ কুশি সোন দেল দিয়া
আলা আলো ফেরিয়াছে বেয়া ঠাইরিয়া * আলো আলো এ আয়েত
নাফল করিল। জেকের অন্যান্যত এয়া প্রকাশিত হৈল *

أنا في جسد بني آدم و روح في صدر و روح في قلب
و روح في روح و في الروح سر خفي و في الخفي خفي

সোনা কি ছাদানেন রনি আলো ও ছাদানেন কি ছাদানেন ও
কাদানেন কি কাদানেন ও কাদানেন কি কাদানেন ও কের কহ ছেরবোন
আফিয়ন ও ফেল আফিয়ন আফিয়ন *

বাহুত করিবে জেকের ফেরেয়া ছাড়ায়া ॥ মেহনত করিবে
বাহুত দেল লাগাইয়া * বাহুতের জাহির নিচে তিন আলুল বাদ ॥
জেকের বেচিবে তাতে না হবে বদলা * যখন তেরা ঘরের দরজা
খুলিবে ॥ যেহা যাহা আছে সব লেখিতে পাইবে * সামান যে
সেই যানে বড়ই করিল। জেকের বখিল হাওয়া দেখিবে রাত দিন
জেকের থাকল ও কিনা আছে ভর পুর। এহাতে খালাছ পেল
নাচিক কছুর * দুখ কষ্ট যেহে যদি পার হৈতে পারে ॥ রৌসন
হইয়া যাহে বুচিবে আফারো * বাহুত হৈতে উদ্ধারিয়া ডাহিনেতে
বাহুত ॥ হুজ না পাইবে বাহুত সহজে পোছিবে * এই জন্য বলি
বাহুত ডাহিন ছাড়ায়া ॥ বাহুতের মেহনত কর দেল লাগাইয়া *
ডাহিনেতে এলমহেলম ছাওয়াওত ॥ কেয়াততাক ও আর জানিবে
সহওত * সব ভাল এক মন্দ ডাহিন তরফ ॥ সহওত বুঝা যে
দেখিবে চক্ষু আপেক * এই সব জেকের হইবে সাবধান ॥ তামাম
সাবধান করিয়া বাহুত বলিবে তোমারে * হোন ছায়াদ আলি বলে

ভাবিয়া রহুল ॥ দুনিয়ায় পড়িয়া আনি হারাই কুনক কোন কালের
ভরসা নাই হৈয়া গোনাগার ॥ আল্লা করি কেবল এই মন্ত্র মর ॥
খাছ নাম নাহি লই পেটের জালায় ॥ পেটের করি মরি কি হবে ত
পায় * পেটের দায়ে মান যায় কি হবে ফেকের ॥ দিন রাত করে
মরি পেটের ফেকের * কহে হীন ছায়াদ আলি ভরসা মাবুন ॥
গোনা হৈতে উদ্ধারিবে ইমান ছাবুদ *

মুরিদ ছওয়াল করে মাদারের ঠাই ॥ ভেদ কথা খুলিয়া বলি বলি
সব কই * নৈরাকার ছিল যবে প্রভু নৈরাকার ॥ কি রূপেতে ছিল
তার আকার প্রকার * কি রূপে আবাদ কৈল সৃষ্টি সংসার ॥ কি
রূপে আপন কপ করিল প্রকার * এই সব কথা আপেখুলিয়া বলিবে
মনের সকল ব্যথা নিবারণ হবে * মাদার কহেন বাবা বলি যে
তোমারে ॥ কি রূপে সকল ভেদ খুলিব সংসারে * খোড়া ছা
বয়ান তার মোন বাবাজান ॥ বুঝিয়া করিবে কাজ পাইয়া সন্ধান ॥
পহেলাতে হা ছিলেন তামাম হাহাকার ॥ কিছুমান নেশান তার
না ছিল আকার * একের আগুনে তার সাত তাল হৈল ॥ কিরূপ
আকার তার কিরূপ আছিল * বলিতে না পারি বাবা সে সব
মাছেরা ॥ সে আগুনের কথা বাবা কি বলিব ছারা * তাহাতে জুলিয়া
আপে হইল আঙ্গার ॥ না ছিল আসক তখন মাগুক দেলদার *
আপনার রূপে রূপ আপনি জালিয়া ॥ কিছুদিন এইরূপে গেল
গোজারিয়া * রাত দিন বছর মাহিনা নাই ছিল ॥ হা হা শব্দ সব
দিগে উঠিতে লাগিল * কিঞ্চিৎ একের শব্দ হৈল নিবারণ ॥ চেয়ে
মধ্যে কদম তখন রাখে নিরাজন * হা হে দুই অর্থ যখন হইল
আপনার এক হৈতে আপে উপজিল * কতক মুদত তবে গোজ-
রিয়া যায় ॥ আদম সৃষ্টির আদি কি করি উপায় * একপ ভাবিতে
আল্লা আছিল তখন ॥ ছয়েতে আসিয়া তবে পাতিল আশন *
ছয়েতে হোবার হৈল বোলা বলে যারে ॥ আপনি প্রকাশ হলেন
বিস্মর ভিতরে * ছয়েতে আপনি রয় ছয়েতে মোহাম্মদ ॥ ছয়েতে
জাহান পয়দা আদম বুনিয়াদ * হা হে হ হৈতে আপনি মোহুদ
আল্লা মোহাম্মদ তখন একই ওজুদ * হু হু আওয়াজ তখন উঠে
শেখায় ॥ নুরের রৌশনি এক তাহাতে উদয় * শেখুরের আওয়াজ
তখন আল্লা হয় ॥ ভেদ কথা শোন বাবা বলি যে তোমায় *

বহুত . তাপস মদ্য নাপ্য হইল . উপরন্তু কানার সোণালী
 বাড়া হৈল . সেই মদ্য কানার দ্বিধা খাড়া হয় ছিল . আর চারি
 অক্ষর গহনা তার ছিল . দ্বিধা দ্বিধিয়া তখন প্রকাশ হইল . বর-
 কত জননী বালি তর্কিয়া উঠিল . তখন উঠায় দ্বিধা ছেপায় .
 আপনি . হাতের কাছনে দর ছিলেন আপনি . হা হে হু জানি এই
 তিন সার . নব্বি কানার দ্বিধা আলি ছোদ ছোদ . হা ছেন
 ছো ছেন আর এই মত ছোদ . কেহ কম নয় ভাই বুঝিয়া দেখনা .
 মদ্যনা গুলিনাই মদ্যনা কানার . দ্বিধা দ্বিধা দেলে সোন হকনা .
 মদ্যনা মদ্যনা মদ্যনা মদ্যনা মদ্যনা . আর হাতের আলম
 করি দ্বিধা রব . সেই মদ্য চারি মদ্য মদ্য কৈল . আছমান জগিন
 আর পাছ পালি হৈল . চার ফেরেস্তা হৈল . তাতে বড় অদরদ্য .
 ফেরেস্তা রূপ জ্ঞান আছ বড় মদ্য . জিহ্বা দ্বিধা দ্বিধা মেকা
 ইল আছরাইল . এ চারি ফেরেস্তা কম বড়ই মুকিল . চার মজল
 চার পির আছ চার মোকাম . চারের অনেক চার আছত ভাষা
 সরিয়াত মজল ভেদ লেহ পাছ নিয়া . চার মজলের ভাল দেই
 বাতাইয়া . ফেরেস্তা জিহ্বা দ্বিধা দ্বিধা সরিয়াত মজলে . মোকাম
 ছোদান তরফ দেহ দেলে . ফেরেস্তা রূপ জ্ঞান আতম ছুরত
 হেকমত মদ্য জ্ঞান বালি বে লক্ষত . মদ্যন হর চিহ্ন পয়না
 কৈল ফেরেস্তা . পির ওলি কৈল মদ্য মদ্য আতম . মদ্যনা কহেন
 বাবা শুন দেল নিয়া . হকিকত মজল বাবা দেই বাতাইয়া .
 হকিকত মজল ভেদ শুনাই ভাষার . সেই খানে আছরাইল
 ফেরেস্তা বতর . ছোদ আতম হকমত জ্ঞান হয় মদ্যনা . লালি রূপ
 ছুরত ছিয়া করি মদ্যনা . হকমত সে হুই মদ্য উঠি যে আলার .
 মদ্যত হেকমত ছোদ আতম পর আতম . মদ্যনা কহিল ফেরেস্তা
 আতম . মদ্যকত মজল ভেদ কহ মদ্যনা . কোন ফেরেস্তা
 মদ্যনা হকমত কোন চিহ্ন . কোন রূপ কোন ছুরত কহত আছ .
 মদ্যনা কহেন বাবা শুন দেল নিয়া . মদ্যকত মজল ভেদ লেহ
 পাছ নিয়া . এছরাইল ফেরেস্তা সেই মদ্যনা মদ্যনা . হকমত মদ্যনা
 যে জানিবে মদ্যনা . হকমত ছুরত ছুরত ছুরত ছুরত . হেক
 মদ্যনা সোর সোর সোন . ছেকত . আলিহ আকবর ছেকের .
 সোন . সোন . সে ছেকের কবুল কৈল হকমত ওছমান . কহি

তোমারে বাবা মঞ্জেল মকান ॥ আব আতস থাক বাদ জানহে
কোরান * জেন্দা জাগস্তা বাবা চারি মোছাফের ॥ চেস্ত তবকাত
দেখ সরিয়েত কাদের * জিবরিল এছরাফিল মোকাইল আজরাইল
আব আতস থাক বাদ জানিবে দলিল * একে চার আল্লার আলম
শুন ফরমান ॥ তোমরা দেখহ বাবা কেতাব কোরান * যত কিছু
দেখ বাবা শরীর ছাড়া নয় ॥ ভাবিয়া দেখহ বাবা কহিনু তোমায়
কহে হীন ছায়াদ আল নবি করো পার ॥ নবি ছেও কেহ নাই
করিতে উদ্ধার * আর এক ছওাল পির জানাই চরণে ॥ বলিয়া
দিবেন পীর মানিব যতনে * আরবা অনাছের যত খুলিয়া বয়ান ॥
বাতাইয়া দেহ পির ঠাণ্ডা হক জান * মোরসেদ বলেন বাবা পয়ার
ছাড়িয়া ॥ ত্রিপদীতে বলি বাবা শুনমন দিয়া *

* আরবা অনাছেরের আহওয়াল বয়ান *

* লঘু ত্রিপদী ছন্দ * শুনহ খবর, মুশ্কিল জবর, সহজ সামান্য
সে নয় ॥ পড়িলে চক্রে, অন্ত নাহি পাবে, কত জন খারাব হয় *
তাজ সে জেকের, জেকেব দেমাগের, ওজুদের জেকের লয় তাজ ॥
জেকের হয় জাত, হয় তার সাত, তবে পাক হয় বেনেয়াজ *
জেকের লাহত, মঙ্কেল বহত, তাজ দেমাগ মোকাম ॥ জোহরানজর
দেখিবে জেকের, সকল রোসন তামাম * ছুরত আশ্রাব, দেখিবে
সেতাব, তবে হবে সকল কাম ॥ মনের ভিতরে, গাথিবে জেকেরে
তবেসে পাবে আশ্রাম * নজদিগ ডাহিনে, দেখিবে নয়নে, বলি
আহার সন্ধান ॥ পেশানি নজরে, দেখ খেয়াল করে, রোসন আশ্রাব
সমান * দেখিবে সব ঠাই, একছা রোশন পাই, আইনার বরাবর
ভায় ॥ আমল করিলে, দেখ কুতুহলে, নিশ্চয় বলিনু তোমায় *
মোহতাজ না হবে, হাজের পাইবে, কত চিহ্ন মেওজাত ॥ গাএব
হইতে, পাইবে খাইতে, সদত হবে মোলাকাত * আছমান জমিন
আর রাত দিন, তামাম আলম নজর ॥ চৌদা ভুবন, দেখিবে রোসন
হামেশা হইবে নজর * জেকের বয়ান, শুনহে সন্ধান, বলি শুন
কিছু খোড়া ॥ নামাজ আশেকান, শোনহে বয়ান, তওাক্বা খালি
হাত জোড়া * এছম তার জাত, নিরালাতে সাত, সব জেকের
ছাড়িয়া ॥ পাছ আনফাছ, হাজের তার পাছ, খেয়ালেতে হামেশা
রহিয়া * দেল আর ওজুদ, করবে মোজুদ, আনফাছ করবে তার ॥

দমেং দম, খালি নাজায় দম, দমেতে করিবে সোয়ার * আলেক
এছম, জাতকে মালুম, তাহাকে ধরিয়া নেমান ॥ যত আসে বালা,
ডরায় যে বালা, জার কাছে তাঁর কামান * হাদিছ তাহার,
শুন দিনদার, তবে বলি একে ॥ ছেড়না ছেড়না, ছাড়িলে পাবেনা,
সিধা পথ ছাড়িয়া বেকে * ছায়াদ আলি কয়, মরসেদ ভুলে হয়,
ছুক্ষ নাপড়ে বিহড়ে ॥ ডাহিনে বায়েতে, সিধা পথে, হাত ধরি
লিয়া তারে বাড়ে *

قال النبي عليه السلام خلق الانسان من الطين وخلق
الطين من الماء وخلق الماء من النار وخلق النار
من الريح وخلق الريح من الكاف *

কালান্নাবি আলায় হেচ্ছালাম খালাকাল এনছানা মেনান্তিনে ও
খালাকান্তিনা মিনাল মায়্যা ও খালাকাল মায়্যা মেনান্নার ও খালা-
কাল ফারা মেনারবাহে ও খালাকারলোহা মেনাল কাফে *

قال عليه السلام الجسد بيت والقلوب سرج والمني
دهن والانس نفاس وامن ربي نار والمرشد نور *

কাল। আলায়হেচ্ছালাম আলজাজাদো বায়তে ওল কুলুবো
ছেরাডোন ওল মনিরে দোহম ওল আফাছো কালিতোন
ওএছমো রাবি নারো জোল মরসেদো নুরোন *

এহার যে মানি, শুন২ বানি, বয়ান করিয়া বলি আমি ॥ এনছান
পয়দা, থাক হৈতে পয়দা, চার চিজে ওজুদ তামামি * চারে চার
মিলে, জাইবেক মিলে, আথেরে হইবে কোন ॥ ফায়াকুন খুট খুট,
সেই কুনে হবে মোট, তখন সেই রূপ এখন * * *

* চার কেতাবের বয়ান * চারি যে কেতাব, পাঠাইলেন রখ,
চার পয়গম্বরের পর ॥ তোরিত জব্বর, ইঞ্জিল উপর, ফোরকান
সবের জবর * মোহাম্মদ মস্তফা, কেয়ামত সাফা, দাউদ আলায়
সাহ মাদার ॥

হেচ্ছালাম ॥ ইচ্ছা পয়গম্বর, মুছা শুনাকার, এই চার বড় শুনধাম *
চারি যে এয়ার, নবি মস্তুফার, আবুদকার উমর ওছমান ॥ আলি
জোরওয়ার, পিয়ারা খোদার, ছিলেন বড় পাহালওয়ান * চার মজ-
হার, বলি আমি সব, এমাম আজম আবু হানিফ ॥ এমাম সাফি
কুল, আহাম্মদ হাম্বল, এমাম মালেক সারফ * চারি যে তরফ,
শুন ভাই আপ, বলি তবে করিয়া বয়ান ॥ মসরেক মগরেব, সেমাল
জমুর, এই চারি তরফ মিস্মান * চার যে রোকন, বলি যে এখন
আবদুল জালিল আর ॥ আবদুল করিম, আবদুর রহিম, আবদুর
রসিদ নেককার * মছরব চার রকন, বলি তবে শুন, হজরত
আদম এরম ॥ নুহ পয়গম্বর, এব্রাহিম আর, মোহাম্মদ মস্তুফা
এরম * চারি নফহ সারা, নফছ আশ্বারা, নফছ লওয়া নাম ॥ জার
নফছ মলহমা, নফছ মোত সেয়েনা, এই চার নফছ সবার * আছে
চারি তন, ফানা এক তন, জার নাম বলে আনাছার ॥ তন যে
কেএফ, তন যে লতিফ, থাকের ওজুদ সবার * লতিফ আরও
তন বাকা হৈয়া, মানি জাত হক তালার * চার লোম অনাছার, তিলি
পিত্তা আর, সোসা জেগের এই চার ॥ চার লজ্জত অনাছার,
খেলওত সিরি আর, খাট্যা তলখ এই চার * চার দরজার, কয়
আনাছার, জোবান চসম সবার ॥ নাক আর কান, এই চারি জান,
আল্লা দিলেন সবার * চার আছে মওকেল, জীবরিল মেকাইল,
এছরাফিল আজরাইল আর ॥ চারছে এছম, নাম যে কলিম, আর
বছির নাম তার * হেয়ে ছমিউন, এই চারি নাম, শুন বলি আ-
গেতে তোমার ॥ চার বুনিয়াদ, আনাছার হদ, দেল মগজ হয় যে
সবার * নাফ পায় ফানা, বোজ সর্ব জোনা, দেলের মধ্যে এই চার
আছে দেল চার, সোন বেরাদর, দেল অবিরত ॥ দেল ছন্নওর,
দেল নিলফর, এই চারি ন্ম আছে তফাত * রুহ আছে চার, শুন
সমাচার, রুহ ছিফলি এক নাম ॥ রুহ উলমি সার, রুহ মলফি আর
রুহ কোদছি জার নাম * চার রুহ ছিকলো, তোমার আগে বলি,
রুহ নাবাতি জার নাম ॥ রুহ যে জামাদি, হেয়ওয়ান আদি, রুহ
এনছানি তামাম * তকাব রুহ ছিকলো, হাল খুলে বলি, গুরদার

আর জেগের হয় ॥ মগজ আর দেল, হয়ে এক দেল, বলিলু নিশ্চয়
তোমায় * চার যে তরিক, বলি সব ঠিক, সরিয়ত হকিকত সার
আর হয় হকিকত, তার সাথে মারফত, এই হৈল তরিক চাহার
চারি যে মোকাম, শুন শুনধাম, নাছুত মলকুত যার নাম ॥ আর
যে জবরুত, আছেন লাহুত, এই চার আছেন মকাম * চার এলেম
সার, শোন বেরাদার, একে একে বয়ান তাহার ॥ আহাত শুরয়ানি,
কোরবত নেসানি, চার এলেম বেরাদার * মারফত আর, শুন
নেককার; দেলে করিয়া একিন ॥ চার যে একিন, আয়নাল একিন
আর এলমুল একিন * হক্কল একিন; শুনহে মমিন, আর ছওল
একিন * আছে চার নুর, ওজুদে সে নুর, নুর আহাম্মদ জার নাম
সেই নুর মোহাম্মদ, আহাম্মদে মোহাম্মদ, এক নামে হয় দুই নাম
নুরেতে আহাদ, নুর আল্লা আহাদ, নুরেতে ওজুদ জামাল ॥ নুর
হয় জাত, নুরে পাকজাত, নুর হৈতে জল্লহ জালাল * সেই নুর
হৈতে, পয়দা সকলেতে, জীব জন্তু কহানি আল্লার ॥ কোদরতের
জোরে, চৌদা ভুবন সারে, তাহার যে মহিমা অপার * আরবা
ওনাছার, না জানি হদ তার, জাহাতক কেতাবে পাইনু ॥ এই তক
সায়, কেতাব মোর হয়, লিখিয়া সকলে জানানু * আমি যে
অধীন, ভাবি রাত্র দিন, উপায় মোর কিছুমাত্র নাই ॥ নাম ছায়াদ
আলি. জোড় হাতে বলি, দোণা দিবে মিলিয়া সবাই * পিরের
পায়েতে, ছালাম দুই হাতে, কদমের ধূল ছোরমা জানি ॥ দুখের
লেবাছ, পেন্দাইল খাছ, নাম যাত্র সরণ রওয়ানি *

তামাম হইল পুথি শুনহে এছলাম ॥ সবাকার জোনাবেতে
হাজার ছালাম * পরেতে আরজ এই সবাকে জানাই ॥ পড়িয়া
শুনিয়া সবে দোণা দিবে ভাই * ইতি সমাপ্ত ॥

* সন ১৩১৭ সাল *